

অবৈধ অভিবাসন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বন্ধে নির্বাহী আদেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অবৈধ অভিবাসন, মানবপাচার ও মাদক কারবারের অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক ভাঙতে নতুন *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ইরান যুদ্ধ বন্ধে ডেমোক্র্যাটদের উদ্যোগ

প্রতিনিধি পরিষদে 'ওয়ার পাওয়ার্স রেজুলেশন' পাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক অভিযান থামাতে প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) পাস হয়েছে একটি 'ওয়ার পাওয়ার্স রেজুলেশন'। যার উদ্দেশ্য ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান বন্ধ করা। ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কয়েকজন রিপাবলিকানের সমর্থন পাওয়ায় এটি ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্র ও সামরিক নীতির বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বুধবার প্রতিনিধি পরিষদে পাস হয়েছে *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

■ Vol. 30 ‖ Issue 37 / June 08, 2026, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ‖ সংখ্যা ৩৭ ‖ সোমবার, জুন ০৮, ২০২৬, জ্যৈষ্ঠ ২৫, ১৪৩৩ ‖ জিলহজ ২১, ১৪৪৭

ওয়ার্ক পারমিট হারাতে পারেন লাখো অভিবাসী

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড নীতির পরিবর্তনে

অভিবাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের প্রভাবের আশঙ্কা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ পাওয়া লাখ লাখ অভিবাসী হারাতে পারেন ওয়ার্ক পারমিট। ডিহইচএস বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসন প্রত্যাশী ও বিশেষ অভিবাসন সুবিধা পাওয়া নাগরিকদের এবং বহিষ্কারাদেশ প্রাপ্তদের ওয়ার্ক পারমিট বন্ধে নতুন নীতি প্রয়োগ করতে যাচ্ছে। ডিএইচএস এর নতুন একটি প্রস্তাবিত নিয়মের মাধ্যমে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার শর্ত আরও কঠোর করা হতে পারে। এতে মানবিক প্যারোলে থাকা অভিবাসী, ডিফার্ড অ্যাকশন সুবিধাভোগী এবং



বহিষ্কারের আদেশের মুখোমুখি অনেক ব্যক্তি সরাসরি প্রভাবিত হতে পারেন। সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা, এই উদ্যোগ কার্যকর হলে প্রায় ১০ লাখ অভিবাসীর বৈধ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাতিল হতে পারে। এছাড়া ওয়ার্কপারমিটের মেয়াদও সংকুচিত করা হবে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) প্রস্তাবিত নিয়মে বলেছে, কর্মসংস্থান অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কঠোর যাচাই-বাছাই করা হবে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অনুমতির মেয়াদ এক বছরে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। আবেদনকারীদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের পাশাপাশি অতিরিক্ত ব্যাকগ্রাউন্ড *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড ইস্যু ও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক নীতিগত পরিবর্তন নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে উঠে এসেছে যে, গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ইস্যু হওয়া গ্রিন কার্ডের একটি বড় অংশ পেয়েছেন এমন অভিবাসীরা যারা ইতোমধ্যেই দেশটিতে বসবাস করছিলেন। তবে নতুন প্রশাসনিক নীতির কারণে এই প্রবণতা পরিবর্তিত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, যা লক্ষাধিক অভিবাসীর ভবিষ্যৎ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস)-এর ২০২৪ অর্থবছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে পিউ রিসার্চ সেন্টার জানিয়েছে, ওই বছরে মোট প্রায় ১৩ লাখ ৫৬ হাজার গ্রিন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৫৮ শতাংশ দেওয়া হয়েছে এমন আবেদনকারীদের, যারা ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। সাধারণত এ ধরনের প্রক্রিয়াকে "অ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস" বলা হয়, যার মাধ্যমে বৈধ ভিসায় থাকা ব্যক্তিরা দেশ না ছাড়াই স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পান।

একাধিক গণমাধ্যম জানায় এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে *৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ঝড়ের তাণ্ডবে ট্রাই-স্টেটজুড়ে ৭৫ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎহীন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সপ্তাহজুড়ে তীব্র গরমের পর শনিবার সন্ধ্যায় আকস্মিক তীব্র ঝড় ও বজ্রঝড়ের আঘাতে নিউইয়র্ক, লং আইল্যান্ড, ওয়েস্টচেস্টার এবং উত্তর নিউ জার্সির বিস্তীর্ণ এলাকার হাজারো গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এতে বিপাকে পড়েন প্রায় ৭৫ হাজার গ্রাহক। ঝড়ের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে নিউ জার্সিতে, যেখানে রবিবার পর্যন্ত হাজার হাজার পরিবার এখনও বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায়



রয়েছে। এদিকে নিউইয়র্ক সিটির ৫ বোরোতে হাজারো গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন অবস্থায় রয়েছেন।

জার্সি সেন্ট্রাল পাওয়ার অ্যান্ড লাইট (জেসিপিএল) জানিয়েছে, তাদের সেবা এলাকায় ৩২ হাজার ৪৮৮ জন গ্রাহক এখনও বিদ্যুৎবিহীন। অন্যদিকে পিএসইএ নিউ জার্সি আরও ১৯ হাজার ৪০৬টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

পেন স্টেশনে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে আহত ৬

সন্দেহভাজন আটক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনের ব্যস্ততম পেন স্টেশনে রোববার সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করলে অন্তত পাঁচজন আহত হন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

পেন স্টেশনের ভেতরে নিউ জার্সি ট্রানজিটের অপেক্ষমাণ যাত্রীদের এলাকায় রোববার সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া ছুরিকাঘাতের ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এই ঘটনা ঘটল এমন সময়ে যখন সোমবার ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিতব্য এনবিএ ফাইনালের *১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ফুড স্ট্যাম্পে 'ওয়ার্ক রিকোয়ারমেন্ট' শর্তে সাময়িক স্থগিতাদেশ আদালতের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি 'সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম' (স্ন্যাপ) নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের 'ওয়ার্ক রিকোয়ারমেন্ট' সহ নতুন শর্তে সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছেন এক ফেডারেল আদালতের বিচারক। ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত নিউইয়র্ক সহ ২০টি অঙ্গরাজ্যের করা মামলায় শুক্রবার এই আদেশ দেন আদালত।



ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক মিয়ং জাউন মামলার শুনানি শেষে একটি প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর ফলে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসন ওই ২০টি অঙ্গরাজ্যগুলোর ওপর নতুন শর্তগুলো কার্যকর করতে পারবে না।

বিচারক মিয়ং জানান, তার সিদ্ধান্তের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে লিখিত আদেশে প্রকাশ করা হবে। তবে আপাতত আদালতের এই নির্দেশনার ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যগুলো আগের নিয়ম অনুযায়ী স্ন্যাপ তহবিল পেতে *৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সাক্ষাৎকার ছাড়াই অ্যাসাইলাম আবেদন বাতিলের পরিকল্পনা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কিছু আশ্রয় বা অ্যাসাইলাম আবেদন সাক্ষাৎকার ছাড়াই দ্রুত বাতিলের পরিকল্পনা করছে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। এজন্য ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রে এক বছর অবস্থান করার পর অ্যাসাইলাম আবেদন করেছেন এবং যাদের নথি প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয় তাদের সাক্ষাৎকার না নিয়েই আবেদন দ্রুত বাতিল করতে পারবেন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা। এতে লাখো মুলতবি আশ্রয় মামলার জট কমানোর দাবি করছে প্রশাসন। তবে অভিবাসন অধিকারকর্মীরা



বলছেন, এতে অনেক বৈধ আবেদনকারী ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

সিবিএস নিউজ তাদের কাছে থাকা অভ্যন্তরীণ সরকারি নথির বরাত দিয়ে প্রাকাশিত খবরে জানায়, ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এমন একটি নতুন বিধিমালা তৈরির কাজ করছে। এর মাধ্যমে ইউএসসিআইস কিছু আশ্রয় আবেদন সাক্ষাৎকার ছাড়াই বাতিল করার ক্ষমতা দেবে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের।

প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের এক বছরের বেশি সময় পরে কেউ আশ্রয়ের আবেদন করলে এবং নথিপত্রে গ্রহণযোগ্য ব্যতিক্রমের প্রমাণ না থাকলে, ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) কর্মকর্তারা আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি



কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন



- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem0803@gmail.com

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

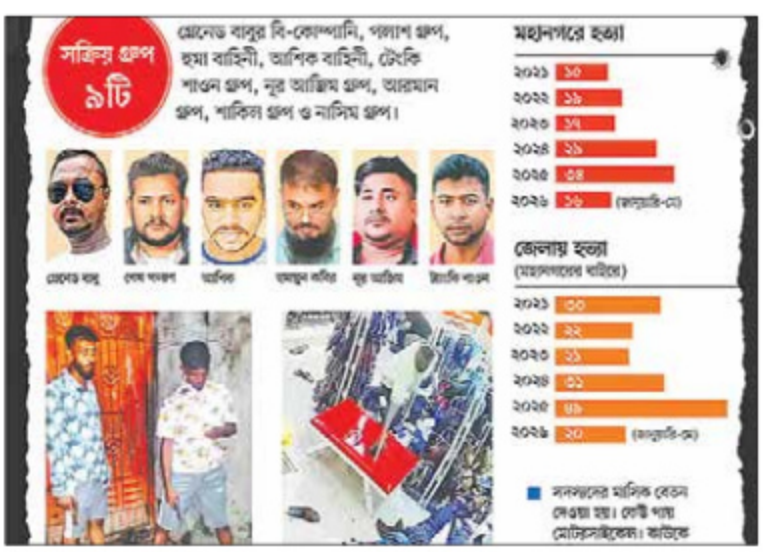
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828



MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

বিশেষ যৌথ অভিযান

খুলনায় তিন দিনে গ্রেপ্তার ১৮৪, বেশির ভাগই 'চুনোপুঁটি', শীর্ষ সন্ত্রাসীরা অধরা



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: খুলনায় বিশেষ যৌথ অভিযান চালিয়ে তিন দিনে ১৮৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তবে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাত্র তিনজন। স্থানীয় লোকজন বলছেন, বিশেষ অভিযান চালিয়ে চুনোপুঁটি ধরা কোনো কাজের কথা নয়।

পুলিশ বলছে, অপরাধ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে অপরাধপ্রবণ এলাকা লবণচরা থানার জিন্নাহপাড়া, পুটিমারি, শিশুবাগান আশি বিঘা ও কৃষ্ণনগর এলাকায় চারটি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন; বিভিন্ন ফাঁড়িতে জনবল বৃদ্ধি এবং কয়েকটি এলাকায় ২৪ ঘণ্টা টহল শুরু হয়েছে।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত তিন দিনের অভিযানে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের মধ্যে কসাই লিটন, রিফাত হোসেন ও আজম খানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন মামলার আসামি, মাদক ব্যবসায়ী, মাদকসেবী ও চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) খুলনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কুদরত-ই-খুদা বলেন, সবকিছু পুলিশের নখদর্পণে কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। বিশেষ অভিযান করে চুনোপুঁটি ধরাটা কোনো কাজ নয়। চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও দাগি আসামিদের ধরে জনমনে আতঙ্ক দূর করে শান্তি আনতেই বিশেষ অভিযান করা হয়। বিশেষ অভিযান করে চোর-ছ্যাঁচড় ধরলে, সেটা লোকদেখানোই হবে।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি) সূত্র জানায়, ২ জুন রাতে কেএমপি সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন কেএমপি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বিশেষ অপরাধবিষয়ক সভায় র‍্যাব, এপিবিএন ও গোয়েন্দা বিভাগকে (ডিবি) এ অভিযানে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে তাদের কাছে ৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সোহেল ও স্ত্রী স্বপ্নাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ

দ্রুত বিচারে নতুন মাইলফলক



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: রাজধানীর পল্লবীতে ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় বিচার শেষ করে রায় ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র ৫ কার্যদিবসে। অভিযোগ গঠনের পর থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ, যুক্তিতর্ক ও রায় পর্যন্ত পুরো বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে দ্রুতগতিতে। রায়ে আসামি সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। রোববার ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাসরুর সালেকীন আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দেশব্যাপী জনরোষ এবং সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



৩৯ দেশের নাগরিকদের অ্যাসাইলাম আবেদন চালুর নির্দেশ বিচারকের

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন সংক্রান্ত একাধিক কঠোর নীতির আওতায় ট্রাভেল ব্যানে থাকা ৩৯ দেশের নাগরিকদের অ্যাসাইলাম আবেদন পুনরায় চালুর নির্দেশ দিয়েছেন ফেডারেল আদালতের বিচারক। এসব নীতির কারণে দেশটির ভেতরে থাকা বহু অভিবাসীর গ্রিন কার্ড, আশ্রয় আবেদন, ওয়ার্ক পারমিট এবং অন্যান্য বৈধ অভিবাসন সুবিধা প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ডের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের প্রধান বিচারক জন ম্যাককনেল তাঁর ১৩৫ পৃষ্ঠার রায়ে বলেন, সরকারের এই নীতিগুলো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ছাড়া নেওয়া হয়েছে এবং ফেডারেল আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আদালতের মতে, প্রশাসন এমনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা আইনি ব্যাখ্যা ও প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতার মানদণ্ড পূরণ করে না।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষিত ট্রাভেল ব্যান তালিকায় থাকা ৩৯টি দেশের নাগরিকদের সব ধরনের অভিবাসন আবেদন কার্যত স্থগিত করা হয়েছিল। এসব দেশের মধ্যে অনেকগুলো আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশ অন্তর্ভুক্ত।

এই নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা দীর্ঘ সময় ধরে ওই দেশগুলোর নাগরিকদের গ্রিন কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, নাগরিকত্ব এবং অন্যান্য অভিবাসন সুবিধা প্রদান বন্ধ রাখে। আদালতের মতে, এতে হাজার হাজার বৈধ আবেদনকারী, যারা ইতোমধ্যে ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শাহজালালের পাশেই জ্বালানির মজুত

বিমানবন্দরের পেটে 'টাইম বোমা'

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ অগ্নিঝুঁকিতে রয়েছে দেশের হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। কেপিআইভুক্ত স্পর্শকাতর এ এলাকাজুড়ে পদ্মা অয়েল কোম্পানির জ্বালানি সংরক্ষণ স্থাপনা থাকায় এ ঝুঁকি এখন চরম পর্যায়ে। এসব স্থাপনায় নেই পর্যাপ্ত অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা। বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাস্তবায়ন করা হয়নি 'ফায়ার সেফটি প্ল্যান'। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যানও। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নথিপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ছাড়া এত বড় জ্বালানি স্থাপনা পরিচালনা 'টাইম বোমা'র মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিমানবন্দরসংলগ্ন এ জ্বালানি ডিপো এলাকায় অগ্নিকাণ্ড ঘটলে শুধু পদ্মা অয়েল কোম্পানির অবকাঠামোই নয়, হাজার কোটি টাকার উড়োজাহাজ, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্থাপনা এবং হাজারো যাত্রীর জীবনও চরম ঝুঁকির মুখে পড়বে। অভিযোগ উঠেছে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) অসহযোগিতার কারণে নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। এ নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)।

> বেবিচকের নথিতে উদ্বেগের নোট
>
> পদ্মা অয়েলের 'সেফটি প্ল্যানে' বিপিসির বাধা

এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ সাবেক উইং কমান্ডার এটিএম নজরুল ইসলাম প্রতিনিধিকে বলেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কোনো ব্যস্ত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অতি সন্নিকটে এ ধরনের বৃহৎ জ্বালানি সংরক্ষণ স্থাপনা থাকার কথা নয়। যদি থাকেও এর পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপণ প্রযুক্তি এবং সমন্বিত জরুরি প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু শাহজালাল বিমানবন্দরসংলগ্ন এলাকায় এখনো সেই মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিমানবন্দরের পাশে বিপুল পরিমাণ দাহ্য জ্বালানি মজুত থাকায় যে কোনো দুর্ঘটনা মুহূর্তেই ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। একটি বড় অগ্নিকাণ্ড শুধু জ্বালানি ডিপোতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং রানওয়ে, উড়োজাহাজ চলাচল, যাত্রী টার্মিনাল এবং আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে। তাই বিষয়টিকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে বেবিচক, বিপিসি ও সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকায় জ্বালানি তেল সংরক্ষণের জন্য বেবিচকের কাছ থেকে জমি লিজ নেয় পদ্মা অয়েল। নিয়ম অনুযায়ী লিজ নেওয়া জমিতে নির্মিত স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফায়ার সেফটি প্ল্যান বাস্তবায়ন ছিল বাধ্যতামূলক। তবে বেবিচকের সঙ্গে সাম্প্রতিক উচ্চপর্যায়ের এক সভায় পদ্মা অয়েলের প্রতিনিধি জানান, ভূমি ব্যবহারের বিষয়ে ইজারা চুক্তি থাকলেও স্থাপনার নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিপিসি থেকে আশানুরূপ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে কয়েক দফায় চেষ্টার পরও ঝুলে আছে সেফটি প্ল্যান।

এদিকে, বিপিসির এমন অপেশাদার আচরণ এবং নিরাপত্তার প্রতি অনীহায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বেবিচকের চেয়ারম্যান। ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি বিষয়টি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিষয়টি সুরাহার জন্য সরাসরি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন বিরোধী আইন প্রয়োগে

কংগ্রেসে অনুমোদন পেলো ৭০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন আইন প্রয়োগ ও গণবহিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করতে বিশাল বাজেটের বিল পাস করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট। দীর্ঘ বিতর্কের পর সিনেট একটি বিল পাস করেছে, যার মাধ্যমে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে অতিরিক্ত ৭০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হবে। তবে একই সঙ্গে বিতর্কিত 'অ্যান্টি-ওয়েপনাইজেশন' তহবিল বাতিলের ডেমোক্র্যাটদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

শুক্রবার ভোরে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে বিলটি ৫২-৪৭ ভোটে পাস হয়। কোনো ডেমোক্র্যাট সদস্য এর পক্ষে ভোট দেননি। রিপাবলিকানদের মধ্যে শুধু খরংধ গঁৎশড়ংিশর বিলটির বিরোধিতা করেন। এখন বিলটি চূড়ান্ত বিবেচনার জন্য প্রতিনিধি পরিষদে পাঠানো হবে।

এই অর্থের বেশিরভাগই ব্যয় করা হবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের অধীনস্থ আইসিই এবং বর্ডার পেট্রোলের কার্যক্রমে। ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যাপক অভিবাসী বহিষ্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে আগামী তিন বছরে এই অর্থ ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিল নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল ১.৮ বিলিয়ন ডলারের একটি বিতর্কিত 'অ্যান্টি-ওয়েপনাইজেশন' তহবিল। সমালোচকদের দাবি, এই তহবিল ব্যবহার করে ট্রাম্পের র া জ নৈ তি ক ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিজেকে এবং আপনার পরিবারকে সুস্থ রাখুন।
কম খরচের বা বিনামূল্যের স্বাস্থ্য বিমার জন্য আজই সাইন আপ করুন।

আপনার অভিবাসন স্থিতি নির্বিশেষে নথিভুক্তির সহায়তা বিনামূল্যে।





আপনি যোগ্য কিনা তা দেখুন।
আপনার হেলথ কভারেজ সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত সিদ্ধান্তের জন্য একজন NYC স্বাস্থ্য দপ্তর এনরোলমেন্ট কাউন্সেলরের সাথে কথা বলুন।

347-665-0214 নম্বরে ফোন করুন।

nyc.gov/healthcoverage
ভিজিট করুন।

NYC Health
Zohran Kwame Mamdani
Mayor
Alister F. Martin, MD, MPP
Commissioner

The Weekly Bangla Patrika
Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক সহনশীলতা

রাজনৈতিক সহনশীলতার গ্রাফটি এতটাই নিম্নগামী হয়ে উঠেছে যে আদতে ভবিষ্যতে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো একে অন্যকে শুধু ঘৃণার চোখেই দেখবে কি না, সে রকম প্রশ্নও জেগে উঠছে মনে। রাজনৈতিক আদর্শ একেক দলের একেক রকম। নিজ দলের আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রেখেই রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা রাজনীতি করে থাকেন।

কিন্তু জনগণকে সেই আদর্শের দিকে টেনে আনতে হয় কাজের মাধ্যমে। নিজ আদর্শ এবং তা বাস্তবায়নের কোন পথ অবলম্বন করা হচ্ছে, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দলের আদর্শের চেয়ে নিজ দলের আদর্শ কেন উন্নততর, তার প্রমাণ হয় কাজে। এ জন্য যেতে হয় জনগণের কাছে। জনগণই বিভিন্ন দলের আদর্শ বিবেচনা করে, তাদের কাজ দেখে কার হাতে দেশের ভার দেওয়া যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। আরও জরুরি কথা হলো, যুক্তি-তর্ক-আলোচনা করেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মোকাবিলা করতে হয়। বলপ্রয়োগে তা করা হলে দেশ আর এগিয়ে যেতে পারে না। আর সেই সঙ্গে যা অনিবার্যভাবে থাকতে হয়, তা হলো সহনশীলতা।

আমাদের দেশের রাজনীতিতে পারস্পরিক সহনশীলতার অভাব বহুদিনের 'চর্চিত ঐতিহ্য' হয়ে উঠেছে। কিন্তু বছর বছর একে অন্যের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, হামলা, শারীরিক লাঞ্ছনার ঘটনা বেড়েই চলেছে। মানুষ হিসেবে মানুষকে সম্মান করার যে ঐতিহ্য ছিল, সেটা আর বজায় থাকছে না। একেবারে 'আমরা' আর 'তোমরা' নামে বিভাজিত হয়ে গেছে সমাজ। আদর্শিক জায়গা থেকে বিভাজন থাকতেই পারে। সেই বিভাজন থাকে বলেই বহুমাত্রিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই বিভাজন মোকাবিলা করার জন্য অন্য ভাষ্যকে দলন করতে হবে, অন্য ভাষ্য যেন সমাজে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সে জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর গলা টিপে ধরতে হবে—এ রকম অমানবিকতা মানব সমাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে সে রকম এক ভয়াবহতার মধ্য দিয়েই আমরা চলেছি। সামাজিক জীবনযাপনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এর পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য।

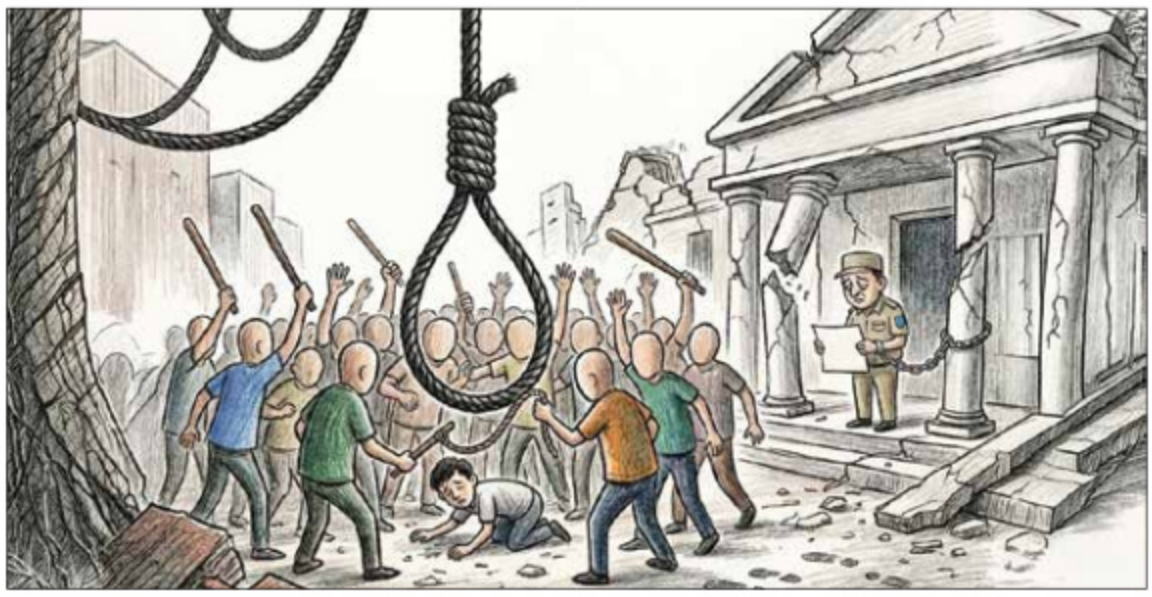
এমন এক বাস্তবতার সামনে আমরা এখন দাঁড়িয়ে, যখন খোলামনে কিছু বললেও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর মবকে একরকম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে সিন্দাবাদের ভূতে পরিণত করা হয়েছে। নানা রূপে মবতন্ত্র সেই যে ঘাড়ে চড়ে বসেছে, আর নামতে চাইছে না। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। অতীত থেকে চলে আসা অন্যকে শায়েস্তা করার নানা কৌশলের সঙ্গে যখন মব কালচার যোগ হয়েছে, তখন ভাষাতাত্ত্বিক একটা পরিবর্তনও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গালাগালে আমোদ পাচ্ছে রাজনীতি। স্থূল কথামালা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করতে চাইছে। ফলে আলোচনার টেবিলের চেয়ে বলপ্রয়োগের রাজনীতি বলীয়ান হয়ে উঠছে।

রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষস্থানীয় নেতারা যদি এখনো এই কঠিন বাস্তবতা উপলব্ধি না করে থাকেন, তাহলে দেশ আরও বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। সহনশীলতা না থাকলে প্রতিটি রাজনৈতিক পরিবর্তন বিভীষিকার জন্ম দেবে, এ কথা যেন স্মরণে থাকে রাজনীতিকদের।

সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

মবের শাসন, মানুষের ভয়, রাষ্ট্রের নীরবতা

কামরুল হাসান



দেশে এখন একটি ভয়ংকর প্রবণতা ক্রমেই যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কোনো ব্যক্তি চুরির অভিযোগে ধরা পড়ছেন, কাউকে ডাকাত বলে সন্দেহ করা হয়েছে, কারও বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে, কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করেছেন কিংবা কোনো তুচ্ছ বাগ্‌বিতণ্ডায় কেউ জড়িয়ে পড়ছেন—ব্যস, একদল উত্তেজিত মানুষ মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ করে দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে থানা-পুলিশ, আইন-আদালতের কোনো ধার ধারছেন না কেউ। লাথি, ঘুষি, রড বা লাঠির আঘাতে অভিযুক্ত মানুষটিকে মেরেই ফেলা হচ্ছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় বা তাঁর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের ভিত্তি যাচাইয়েরও প্রয়োজন মনে করা হচ্ছে না।

এ দেশে গণপিটুনির সংস্কৃতি বহু পুরোনো। কিন্তু আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের অবসানের পরপরই আইনশৃঙ্খলার অবনতির মধ্যে ভিন্ন মাত্রা ও পরিসরে এ ধরনের ঘটনা রাতারাতি বেড়ে যায়। লোকমুখে ও গণমাধ্যমে এই ভয়ংকর প্রবণতার নাম হয়ে ওঠে 'মব জাস্টিস' বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো বিচার নয়; এটি পরিষ্কারভাবেই আইনবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড।

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) গত মে মাসের মানবাধিকারবিষয়ক প্রতিবেদনে যে পরিসংখ্যান উঠে এসেছে, তা শুধু উদ্বেগজনক বললে হয়তো কম বলা হবে। বস্তুত এটি রাষ্ট্রের জন্য এক বিপৎসংকেত। মে মাসে সারা দেশে ৬৯টি 'মব' সহিংসতার ঘটনায় অন্তত ৩২ জন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন ৭১ জন। গত ছয় মাসের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যা। কৌতূহলের বিষয় হচ্ছে, যখন বলা হচ্ছে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ের নাজুক পরিস্থিতি থেকে পুলিশ বাহিনী বেশ আগেই বের হয়ে এসেছে, তখনই মব সন্ত্রাসের গ্রাফের রেখা আবার ঊর্ধ্বমুখী।

এমএসএফের পরিসংখ্যান বলছে, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে নিহত হন ১০ জন, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ২১, ফেব্রুয়ারিতে ১৮, মার্চে ১৯, এপ্রিলে ২১ এবং মে মাসে অন্তত ৩২ জন। অর্থাৎ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড গত কয়েক মাস মোটের ওপর স্থিতিশীলভাবে ঘটে চলেছে এবং শেষ মাসটিতে অনেকটাই বেড়েছে।

একটি স্বাধীন দেশে যদি মাত্র এক মাসেই অন্তত ৩২ জন আদালতের রায় ছাড়া, বিচারকের আদেশ ছাড়া, রাষ্ট্রীয় আইনি কাঠামোর বাইরে শুধু উত্তেজিত জনতার হাতে নিহত হন; তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, আসলে আইনি কর্তৃত্ব কার হাতে? রাষ্ট্রের নাকি উন্মত্ত জনতার?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সবচেয়ে মৌলিক ধারণাগুলোর একটি হলো—শাস্তি দেওয়ার বৈধ ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের, অন্য কারও নয়। নাগরিকেরা সেই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অর্পণ করে। বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এই সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতেই আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। অরাজকতার অবসান ঘটে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্থিতিশীলতা। এই একবিংশ শতকে এসে যখন উচ্ছৃঙ্খল জনতা নিজেরাই অপরাধের বিচারকের দায়িত্বে বসে যায় এবং নিজেরাই শাস্তি কার্যকর করে, তখন সেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রশ্নের মুখে পড়ে।

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের হিসাবে দেখা গেছে, মবের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১৪ জনকে চুরির অভিযোগে হত্যা করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, যত বড় চুরির ঘটনা ঘটুক না কেন, বাংলাদেশের আইনে কি এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে? নিশ্চয়ই তা নয়। তাহলে জনতা কোন আইনের ভিত্তিতে এই 'সাজা' কার্যকর করল? আরও ভয়াবহ বিষয় হলো, এসব ঘটনার একটি বড় অংশের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি পরে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ারও নজির রয়েছে।

বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যুগ যুগ ধরে গুজব শুনে, শিশু চোর সন্দেহে বা ধর্ম অবমাননার অভিযোগে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে নির্দোষ ব্যক্তির সংখ্যা কম নয়। কিন্তু একজন মানুষকে মেরে ফেলার পর তাঁর আর নির্দোষ প্রমাণ হলেইবা কী! অন্যায়টি সংশোধনের কোনো সুযোগ তো আর থাকে না।

সমাজে আইন হাতে তুলে নেওয়ার এই প্রবণতা বাড়ছে কেন? এর প্রথম কারণ বিচারব্যবস্থার প্রতি ব্যাপক আস্থাহীনতা। এ দেশের বিচারব্যবস্থা নানা সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত। মামলার নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা, তদন্তের দুর্বলতা, সাক্ষীর নিরাপত্তাহীনতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ বহু পুরোনো। মানুষ যখন দেখে কোনো হত্যাকাণ্ডের বিচার হতে ১০ বছর লেগে যায়, ধর্ষণের মামলার রায় পেতে যুগ পার হয়ে যায়, তখন সমাজের একাংশের মধ্যে রাষ্ট্রের আইনকে অকার্যকর মনে করার প্রবণতা তৈরি হয়। দিনে দিনে সেই প্রবণতা আরও বেড়ে যায়।

কিন্তু বিচারব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে তো বিচারব্যবস্থার দুর্বলতার সমাধান করা যাবে না। আদালতের প্রক্রিয়া কখনো ধীরগতির হতে পারে, রায় সবার পছন্দ না-ও হতে পারে; কিন্তু উন্মত্ত জনতার লাঠি বিচারের বিকল্প হতে পারে না।

মানুষের অসহিষ্ণু হয়ে ওঠার দ্বিতীয় কারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব। ডিজিটাল যুগে গুজবের গতি যেন আলোর সমান। একটি ফেসবুক পোস্ট, একটি লাইভ ভিডিও, একটি বিকৃত করা ছবি কিংবা একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ কয়েক মিনিটের মধ্যে কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। এ থেকে অনেক ক্ষেত্রে উত্তেজনা ছড়ায়, ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। তারপর হয়তো শুরু হয় হামলা। অনেক ক্ষেত্রেই পরে দেখা যায়, অভিযোগটির আদতে কোনো ভিত্তিই ছিল না। কিংবা তিলকে তাল করা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবক্ষয়। একটি সমাজে যখন পেশিশক্তির প্রদর্শনকে নিয়মিতভাবে বৈধতা দেওয়া হয়, যখন প্রতিপক্ষকে দমন করাই সাফল্য হিসেবে দেখানো হয়, যখন আইন অপেক্ষা ক্ষমতার প্রভাব বেশি কার্যকর বলে মনে হয়; তখন সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করতে শুরু করে, গায়ের জোরই শেষ কথা। মব সংস্কৃতি সেই গা-জোয়ারি রাজনীতিরই সামাজিক রূপ।

বড় একটি উদ্বেগের দিক হলো, মব এখন আর শুধু সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করায় থেমে নেই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও হামলার শিকার হচ্ছেন। এর অর্থ ক্ষুদ্র হলেও জনগণের একটি অংশ রাষ্ট্রের বৈধ কর্তৃত্বকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করছে। রাষ্ট্রের সক্রিয় হওয়ার জন্য এর চেয়ে বড় সতর্কবার্তা আর কী হতে পারে?

সরকারের অবস্থানও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একাধিকবার মব সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। নতুন আইন করা কিংবা বিদ্যমান আইন সংশোধনের কথাও বলেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বক্তৃতা-বিবৃতির সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মবে হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে।

গত কয়েক মাসে কয়টি মব হত্যার ঘটনায় দ্রুত বিচার হয়েছে? কতজন মবকারী বা উসকানিদাতা গ্রেপ্তার হয়েছে? এদের ধরে বিচার বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কেন দেওয়া হলো না, তার জবাব কেউ দিতে পারবেন?

মব সহিংসতা হয়তো অনেকাংশে বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক অস্থিরতারই অংশ। এমএসএফের একই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, মে মাসে নারী ও শিশু নির্যাতনের অন্তত ৩২৬টি ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণের সংখ্যা ৫৪ থেকে বেড়ে ৭০-এ পৌঁছেছে। দলবদ্ধ ধর্ষণ বেড়েছে, ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনাও বেড়েছে। অর্থাৎ সমাজে সহিংসতার সামগ্রিক মাত্রাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

একটি সমাজে যখন সহিংসতা ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন মানুষ ধীরে ধীরে মানবিক সংবেদনশীলতা হারাতে থাকে। একজন মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, আর অন্যরা বাধা না দিয়ে তা মোবাইল ফোনে ভিডিও করছে, এটি শুধু আইনশৃঙ্খলার সংকট নয়; এটি মানবিক মূল্যবোধের গুরুতর সংকটও বটে।

রাষ্ট্র যদি দ্রুত এবং দৃশ্যমান কঠোর ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে মব সহিংসতা একসময় রীতিতে পরিণত হবে। তখন চোর সন্দেহে হত্যার মতো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেও একই কৌশলে লক্ষ্যবস্তু করা হবে। এরপর হয়তো নিতান্ত ব্যক্তিগত শত্রুতা মেটাতেও মবের ব্যবহার শুরু হবে। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত কেউই নিরাপদ থাকবে না।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। রাষ্ট্র যদি আইনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে হতাশ, বিক্ষুব্ধ সমাজে মবরাজের দৌরাত্ম্য বাড়তেই থাকবে। তা রাষ্ট্র বা নাগরিক কারও জন্যই স্বস্তির কথা নয়।

৭ জুন: ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা বাঙালির অবিচল যাত্রাপথ

জহিরুল ইসলাম

বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামের ইতিহাসে ৭ জুন এমন এক অবিস্মরণীয় দিন, যা কেবল একটি তারিখ নয়ড়জাগরণের এক মহাকাব্য। এটি জাতির রাজনৈতিক জাগরণ, আত্মপরিচয়ের বিকাশ এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষার এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। ১৯৬৬ সালের এই দিনে ঘোষিত সর্বাত্মক হরতাল এবং তার ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন বাঙালির স্বাধিকার চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। রাজপথে ঝরে পড়া রক্ত স্পষ্ট করে দিয়েছিলড়বাঙালির ন্যায্য অধিকার আর দীর্ঘদিন অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

৭ জুনকে বুঝতে হলে ফিরে যেতে হয় ছয় দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। কারণ এই দিনটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং ছয় দফার দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক বৃহত্তর গণআন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ছয় দফা উত্থাপনের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও, এটি হুট করে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা ছিল না। ফেব্রুয়ারি থেকে জুনড়এই কয়েক মাস ছিল ছয় দফার পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরির সময়। অর্থাৎ, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রস্তাবিত ছয় দফা দাবিকে জনপ্রিয় ও গণমানুষের দাবিতে রূপান্তর করার চূড়ান্ত প্রকাশই ছিল ৭ জুনের হরতাল। সুতরাং, ৭ জুন কেবল একটি দিবস নয়, বরং কয়েক মাসের ধারাবাহিক রাজনৈতিক জাগরণের একটি অনন্য মাইলফলক।



ছয় দফা: বাঙালির ম্যাগনা কার্টা

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। অনেক ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ছয় দফাকে বাঙালির 'ম্যাগনা কার্টা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ এটি প্রথমবারের মতো পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকারকে একটি সুস্পষ্ট সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করেছিল।

ছয় দফাকে 'ম্যাগনা কার্টা' বলা হয় কেবল এর রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার কারণে নয়; বরং কারণ এটি পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে থেকেই সাংবিধানিক উপায়ে পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি সুসংহত রূপরেখা প্রদান করেছিল। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার আন্দোলন যে রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়, তার মূল কাঠামোও নিহিত ছিল এই ছয় দফার মধ্যে।

তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য ছিল প্রকট। পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও উন্নয়ন ব্যয়, শিল্পায়ন, সামরিক নিয়োগ এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল প্রধান সুবিধাভোগী। অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অবদান থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল সীমিত। এই বৈষম্যের বাস্তবতা থেকেই ছয় দফার জন্ম।

ছয় দফার রাজনৈতিক দর্শন বা রূপরেখা ছিল একটি প্রকৃত ফেডারেল কাঠামো প্রতিষ্ঠা, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমিত থাকবে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলো অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে অধিকতর কর্তৃত্ব ভোগ করবে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবি ছিল এর কেন্দ্রবিন্দু। একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য পৃথক মিলিশিয়া বা আধাসামরিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাবও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রক্তাক্ত ৭ জুন: আন্দোলনের নতুন মোড়

ছয় দফার দাবির পক্ষে জনমত সংগঠিত করতে বঙ্গবন্ধু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং ছয় দফার সমর্থনে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল।

সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর, শিল্পাঞ্চল ও জনপদ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক, পেশাজীবী এবং সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানি পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে কয়েকজন আন্দোলনকারী শহীদ হন। তাঁদের মধ্যে মনু মিয়াঁ, আবুল হোসেন এবং শামসুল হকের নাম ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

কিন্তু এই রক্তপাত আন্দোলনকে থামাতে পারেনি। গুলির উত্তর কখনো গুলি হয় না, বরং হয় আত্মত্যাগের মহিমা। রাজপথের রক্ত, মানুষের আত্মত্যাগ এবং প্রতিবাদের অদম্য শক্তি ছয় দফাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। ৭ জুন তাই কেবল একটি হরতালের দিন নয়; এটি গণআন্দোলনের শক্তি, আত্মত্যাগ এবং জাতীয় জাগরণের প্রতীক।

স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার পথে

অনেকের মতে ছয় দফা কেবল একটি স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল, কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। তিনি জানতেন, পাকিস্তানি সামরিক জান্তার অধীনে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার পাওয়া সম্ভব নয়। তাই কৌশলগতভাবে ছয় দফাকে একটি 'ফেডারেল কাঠামোর' দাবি হিসেবে উপস্থাপন করলেও, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ধাপে ধাপে বাঙালিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং আন্দোলনের মূলস্রোতে নিয়ে আসা। অর্থাৎ, ছয় দফা ছিল স্বাধীনতার পথে বাঙালির রাজনৈতিক প্রস্তুতির একটি অপরিহার্য সোপান।

পরবর্তীকালে পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থার অনমনীয়তা, রাজনৈতিক বৈষম্য এবং গণরায়ের প্রতি তাদের চরম অবজ্ঞা সেই দাবিকে অনিবার্যভাবে স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনে রূপান্তর করে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ছিল সেই ছয় দফার প্রতি জনগণের সুস্পষ্ট গণরায়। এরপর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা দেন। ২৫ মার্চের গণহত্যা এবং তৎপরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এ অর্থে, ছয় দফা ছিল স্বাধীনতার বীজ, আর মুক্তিযুদ্ধ ছিল তার পূর্ণ বিকাশ।

আজকের প্রজন্মের জন্য ৭ জুনের শিক্ষা

অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ৭ জুনের তাৎপর্য শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়। এই দিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ কোনো জাতির জন্য স্বতঃসিদ্ধভাবে অর্জিত হয় না; বরং এগুলোর প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস এবং অবিচল আত্মত্যাগ।

আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরও অনেক বেশি। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা কেবল একটি ভূখণ্ড নয়, এটি একটি আদর্শিক অঙ্গীকারড়্যা অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিক সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ৭ জুনের চেতনা আমাদের শেখায় কোনো বৈষম্য বা সাম্প্রদায়িকতা যেন আমাদের জাতিসত্তার বিকাশকে রুদ্ধ করতে না পারে। নতুন প্রজন্মকে কেবল তথ্যের ভোক্তা নয়, বরং ন্যায়বিচার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা যদি বিভেদের প্রাচীর ভেঙে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখে, তবেই ৭ জুনের শহীদদের আত্মত্যাগ পূর্ণতা পাবে। এই দেশ গড়ার লড়াইয়ে তরুণদের সাহসী পদক্ষেপই হবে স্বাধীনতার প্রকৃত সুরক্ষার হাতিয়ার।

ইতিহাসের প্রেরণা, ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, ছয় দফার রাজনৈতিক দর্শন এবং সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ মিলেই স্বাধীন বাংলাদেশের পথ নির্মাণ করেছিল। ৭ জুন আমাদের কাছে শুধু অতীতের স্মৃতি নয়; এটি গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং নাগরিক অধিকারের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণেরও একটি উপলক্ষ। যে জাতি তার সংগ্রামের ইতিহাসকে স্মরণ রাখে, সেই জাতিই ভবিষ্যতের পথ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নির্মাণ করতে পারে। ৭ জুনের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাড়তাঁদের আত্মত্যাগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লেখক: জহিরুল ইসলাম, গণমাধ্যমকর্মী, চকরিয়া-পেকুয়া, কক্সবাজার।

খুলনায় তিন দিনে গ্রেপ্তার ১৮৪, বেশির ভাগই 'চুনোপুঁটি', শীর্ষ সন্ত্রাসীরা অধরা

২-এর পৃষ্ঠার পর

চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের তালিকা সরবরাহ করা হয়। এরপর ৪ জুন ৬৩ জন, ৫ জুন ৫৯ জন ও গতকাল শনিবার যৌথ বিশেষ অভিযানে ৬২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সব মিলিয়ে এই তিন দিনে গ্রেপ্তার ব্যক্তির সংখ্যা ১৮৪। এর মধ্যে ৪ জুন সদর থানা-পুলিশ ৬ নারীসহ ১৯ জনকে নগরের তিনটি আবাসিক হোটেল থেকে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।



খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের সার্বিক নির্দেশনায় মহানগরীর বিভিন্ন থানা ও গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ অভিযান চালায়। ছবি: ৬ জুন



পুলিশের তথ্য অনুযায়ী গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন মামলার আসামি, মাদক ব্যবসায়ী, মাদকসেবী ও চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা। ৬ জুন ছবি: ছবি: খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ

খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, চিহ্নিত অনেক সন্ত্রাসী বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। গত তিন দিনে তালিকাভুক্ত নতুন কোনো সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তবে সন্ত্রাসী আশিক বাহিনীর সক্রিয় সদস্য সোহেল, নয়ন ও মেহেদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও মাদকের একাধিক মামলা রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের বড় অংশই মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এ ধরনের অভিযান এলাকায় সাময়িক স্বস্তি আনে। তাঁর অভিযোগ, খুলনায় সামাজিক অবক্ষয় মোকাবিলায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা তেমন দৃশ্যমান নয়। পাশাপাশি পুলিশের কিছু সদস্যের মধ্যেও গা-ছাড়া মনোভাব রয়েছে।

'বি কোম্পানি'র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : শনিবার দুপুরে খালিশপুরে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ডিবির উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান মিয়া বলেন, গ্রেপ্তার লিটন মীর ওরফে কসাই লিটন এবং রিফাত হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাঁদের ব্যবহৃত মুঠোফোনসহ ডিজিটাল আলামত বিশ্লেষণ করে 'বি কোম্পানি' নামে একটি সংঘবদ্ধ চক্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। পুলিশের দাবি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের প্রচারণা চালালেও এর আড়ালে চক্রটি বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। ডিবির ভাষ্য অনুযায়ী, কসাই লিটন শীর্ষ সন্ত্রাসী 'গ্রেনেড বাবু' নামে পরিচিত রনি চৌধুরীর ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করতেন। সর্বশেষ ঈদেও তিনি বি কোম্পানির ব্যানারে মাংস বিতরণ করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা ও দুর্বল নজরদারির সুযোগে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। খুলনা মহানগর ও জেলায় এখন ৯টি সন্ত্রাসী গ্রুপের নাম বেশি আলোচিত। এগুলো হলো- রনি চৌধুরী ওরফে গ্রেনেড বাবুর বি কোম্পানি, শেখ পলাশের পলাশ গ্রুপ, হুমায়ুন কবীরের হুমা বাহিনী, আশিক বাহিনী, নূর আজিম গ্রুপ, টেংকি শাওন গ্রুপ, আরমান শেখের আরমান গ্রুপ, শাকিল শেখের শাকিল গ্রুপ ও নাসিমুল গণির নাসিম গ্রুপ।

খুলনার অপরাধজগতে বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত নাম রনি চৌধুরী ওরফে গ্রেনেড বাবু। তাঁর নেতৃত্বাধীন বি কোম্পানিকে ঘিরেই সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি অপরাধমূলক ঘটনার অভিযোগ উঠেছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মে-এই পাঁচ মাসে খুলনা নগরে ১৬টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

পুলিশের হিসাবে, গণ-অভ্যুত্থানের পর সংঘটিত ৩৪টি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। এসব নিয়ে গত শুক্রবার প্রথম আলোয় 'তারা প্রকাশ্যে খুন করে, প্রচারণা চালায়, দোয়া চায় ফেসবুকে' শিরোনামে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করলো জ্যাকসন হাইটস সোসাইটি







নিউইয়র্ক: জ্যাকসন হাইটস সোসাইটির উদ্যোগে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গত ৩০ মে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক দেওয়ান কাওছার এবং পরিচালনা করেন সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনির। অনুষ্ঠানে সূচিতে ছিল আলোচনা সভা, বিশেষ দোয়া ও তবারক বিতরণ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য গিয়াস আহমেদ।

গেস্ট অব অনার ছিলেন বিশিষ্ট রিয়েলঅ্যাস্টেট ইনভেস্টর নূর আমিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভূইয়া, জাসাসের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ভিপি জসীম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সাঈদ, নিউ ইয়র্ক দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলম, স্বেচ্ছাসেব দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আলম, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, আব্দুস সবুর, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, মোস্তফা হোসেন মুকুল, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক দফতর সম্পাদক সাইফুল ইসলাম লিটন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, স্টেট বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক বদরুল হক আজাদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, বিএনপি নেতা মোতাহার হোসেন, নাসিম আহমেদ, জাবেদ উদ্দিন, মোহাম্মদ আব্দুল করিম, মোহাম্মদ শাকিল প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেননি, আমাদের একটি দেশ দিয়েছিলেন। আর বেগম খালেদা জিয়া আধুনিক বাংলাদেশ দিয়েছিলেন। তাদেরই সুযোগ্য সন্তান তারেক রহমান মানুষের ভোটে ক্ষমতায় এসেছেন। এখন জামাত এবং এনসিপি ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। জামাত আগেও বিএনপির সঙ্গে বৈঈমানী করেছিল।

প্রধান বক্তা নূর আমিন বলেন, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং দেশপ্রেমিক ভালো মানুষ ছিলেন। আমাদের তার আদর্শ লালন এবং পালন করতে হবে।

আহ্বায়ক দেওয়ান কাওছার এবং সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম সবাইকে অনুষ্ঠান সফল করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের ইমাম মাওলানা আব্দুস সাদেক। শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পাশাপাশি বেগম খালেদা জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকোর রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। দোয়া শেষে তবারক বিতরণ করা হয়।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.



Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
25 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

দ্রুত বিচারে নতুন মাইলফলক

২-এর পৃষ্ঠার পর ন্যায়বিচারের আশ্বাসের পর ঘটনার মাত্র ১৯ দিনের মাথায় আদালত এই মামলার রায় দিলেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিচারিক ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময়ে একটি হত্যা ও ধর্ষণ মামলার বিচার শেষ হওয়ার নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিশু নির্যাতনের ঘটনায় রাষ্ট্রের 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি এক নতুন মাইলফলক। এর আগে মাগুরার শিশু আছিয়া কিংবা মেহেরপুরের ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের মামলাগুলোতে অল্প সময়ের মধ্যেই রায় ঘোষণা করেছিলেন আদালত। ১৪৪ বছর আগে ব্রিটিশ আমলে নদীয়ার এক শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার মামলায় বিচার শুরুর দিনেই রায় ঘোষণার নজির রয়েছে। তবে ব্রিটিশ আমলের পর থেকে বাংলাদেশে আলোচিত কয়েকটি দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া মামলার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে পল্লবীর এই শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলা। এদিকে রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, ভিকটিমের বাবা আব্দুল হান্নান মোল্লা, আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপক্ষসহ সংশ্লিষ্টরা।

এইদিন রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আদালত প্রাঙ্গণে ব্যাপক নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদেরও তৎপর থাকতে দেখা গেছে। রায়ের দিন সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে প্রথমে আসামি সোহেলের স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে আদালতে আনা হয়। এরপর ৮টা ৫০ মিনিটে কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে আনা হয় প্রধান অভিযুক্ত সোহেল রানাকে। এ সময় তাদের ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের হাজতখানায় নেওয়া হয়। রায় ঘোষণার আগে দুজনকেই এজলাসে তোলা হয়। বেলা ১১টার পর রায় পড়া শুরু করেন বিচারক। ১১টা ৩৬ মিনিটে আদালত রায় ঘোষণা করেন। রায়ে বলা হয়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(২) ধারায় আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি আসামি সোহেলকে ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও স্বপ্নাকে দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। অর্থদণ্ড ভিকটিম শিশুর আইনগত উত্তরাধিকাররা পাবেন। ক্ষতিপূরণ না দিলে আসামিদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে ভিকটিম মৃত রামিসার আইনগত উত্তরাধিকারকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

তবে এ মামলায় আসামি সোহেল রানা ও স্বপ্না আক্তারের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা হলেও এখনই সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হচ্ছে না। রায় কার্যকরে এখনো দীর্ঘ সাংবিধানিক ও বিচারিক পথ বাকি রয়েছে। আইন অনুযায়ী প্রথমে মামলার ডেথ রেফারেন্স হাইকোর্টে যাবে। এরপর আপিল, আপিল বিভাগের শুনানি, রিভিউ এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমাভিক্ষার আবেদনসহ সব আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে হবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ : রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন, এ মামলাটি কেবল একটি ফৌজদারি বিচারিক কার্যক্রম নয়; এটি সমাজের বিবেক, মানবতা, আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং আইনের শাসনের প্রতি এক গভীর ও কঠিন পরীক্ষা।

রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত উল্লেখ করেন, একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন নির্মমভাবে নিভিয়ে দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া এ মামলার প্রতিটি পৃষ্ঠা বেদনা, ক্ষোভ, উদ্বেগ এবং ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ। শিশুদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি সভ্য ও মানবিক রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। কোনো শিশু যখন যৌন নির্যাতন, সহিংসতা কিংবা হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের শিকার হয়, তখন তা শুধু একটি পরিবারকে নয়, সমগ্র সমাজকে আহত করে এবং রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

আদালত বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল বর্তমানে এক হাজার আট শতাধিক বিচারাধীন মামলার দায়িত্ব পালন করছে। এসব মামলার প্রতিটির পেছনে রয়েছে কোনো না কোনো শিশুর অসহনীয় যন্ত্রণা, একটি পরিবারের দীর্ঘশ্বাস এবং ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা। তবে এই শিশুর মামলাটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ এ মামলায় তদন্ত, বিচারিক কার্যক্রম ও সাক্ষ্যগ্রহণ তুলনামূলকভাবে দ্রুত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে।

পর্যবেক্ষণে আদালত সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, তদন্তকারী সংস্থা অল্প সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। একইভাবে প্রসিকিউশনও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের দ্রুত আদালতে হাজির করে বিচারকার্য এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা, প্রসিকিউশন এবং সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিকতা ও পেশাদারত্ব প্রশংসার দাবি রাখে।

আদালত আশা প্রকাশ করে বলেন, এই শিশুর মামলার মতো দ্রুত, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও মানসম্মত তদন্ত এবং বিচারিক কার্যক্রম ভবিষ্যতে শিশু নির্যাতন ও সহিংসতা-সংক্রান্ত অন্যান্য মামলার জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। ভুক্তভোগী শিশু ও তাদের পরিবার যেন অযথা দীর্ঘসূত্রতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে না থাকে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একই ধরনের দায়িত্বশীলতা প্রদর্শনের আহ্বান জানান আদালত।

রায়ের পর্যবেক্ষণে আরও বলা হয়, ন্যায়সঙ্গত বিচার কেবল আদালতের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। তদন্তকারী সংস্থা, প্রসিকিউশন, ডিফেন্স, সাক্ষী এবং বিচার ব্যবস্থার সব অংশীজনের সম্মিলিত দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আদালতের দায়িত্ব আবেগের ভিত্তিতে নয়; বরং আইন, সাক্ষ্য-প্রমাণ, আলামত, চিকিৎসা প্রতিবেদন এবং ন্যায়বিচারের চিরন্তন নীতিমালার আলোকে সত্য উদ্ঘাটন করা। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আদালত অত্যন্ত সতর্কতা, সংবেদনশীলতা ও বিচারিক নিরপেক্ষতার সঙ্গে মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ ও সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রায় প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের বক্তব্য : রায় ঘোষণার পর প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আজিজুর রহমান দুলু বলেন, মাত্র পাঁচ কার্যদিবসে এ মামলার বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সে বিবেচনায় এই রায় শিশু নির্যাতন ও হত্যার মতো অপরাধ দমনে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। রায়ে আমরা সন্তুষ্ট।

তিনি বলেন, একটি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং তাদের সুরক্ষা দেওয়া। কোনো শিশুর ওপর এ ধরনের নৃশংস ও ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। এ মামলায় তদন্তকারী সংস্থা, প্রসিকিউশন এবং ট্রাইব্যুনালের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দ্রুত বিচার সম্পন্ন হয়েছে। আদালত যে রায় দিয়েছেন, তা ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আসামিপক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মুসা কালিমুল্যাহ বলেন, আসামি সোহেল রানা বিচারিক কার্যক্রমে দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনেও নিজের অপরাধ অস্বীকার করেননি। সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত সোহেল রানা ও স্বপ্নাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। আদালতের রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। অপরাধীরা তাদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। রায়ে আমি সন্তুষ্ট।

তিন মাসের মধ্যে রায় কার্যকর সম্ভব বলে প্রত্যাশা আইনমন্ত্রীর : এদিকে আসামিদের মৃত্যুদণ্ডের রায় আগামী তিন মাসের মধ্যে 'কার্যকর করা সম্ভব' হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। হত্যাকাণ্ডের মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিল প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। আইনমন্ত্রী বলেন, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সুপ্রিমকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ যদি অগ্রাধিকার দিয়ে শুনানি করেন, তবে 'আগামী তিন মাসের মধ্যে এই মামলার চূড়ান্ত রায় কার্যকর করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব।'

এ মামলার বিষয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা হয়েছে জানিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, আমি যখন রামিসার এই ঘটনার বিষয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা বলেছি, উনিও আমাকে বলেছেন, খোলার পরে এসব ডেথ রেফারেন্সগুলো খুব দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য আরও বেশি ফোকাসড সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি এ বিষয়টি নিয়ে লেগে থাকব, যাতে করে যেগুলো আপনারা বললেন এবং আজকের রায়সহ যত দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্ভব আমরা এটা নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করব।

রায়ে জনপ্রত্যাশা পূরণ হয়েছে- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ বলেছেন, রায়ে জনপ্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। এভাবেই আমরা জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনা, গোয়ালন্দ ঘাটে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন, গজারিয়ায় কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকার জন্য তাদের পুরস্কৃত করা হবে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত আর খারাপ কাজের জন্য তিরস্কার করা হবে। এখন পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীর যে অর্জন, সেটি প্রশংসার দাবি রাখে বলেও জানান তিনি।

হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে হবে রামিসা হত্যা মামলার বিচার : প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলাসহ নারী ও শিশুবিষয়ক মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিল শুনানির জন্য রোববার থেকে হাইকোর্টে বিশেষ বেঞ্চ গঠনের কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। এ সময় সিনিয়র আইনজীবী প্রবীর নিয়োগী ও ব্যারিস্টার সালাহ উদ্দিন দোলন আমার বক্তব্য সমর্থন করেন। তখন প্রধান বিচারপতি বিশেষ বেঞ্চ গঠনের কথা বলেছেন।

সন্তুষ্ট এলাকাবাসীর রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি : রায়ে দুই আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। তারা আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে তা দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন। রায়ের পর রাজধানীর পল্লবীর বাসার সামনে গিয়ে দেখা যায়, রায়ে স্বস্তি ও সন্তোষ প্রকাশ করছেন স্থানীয় বাসিন্দা, অভিভাবক ও ভিকটিম শিশুর শিক্ষকরা। পপুলার মডেল হাইস্কুলের শিক্ষিকা ও শিশুর ক্লাস টিসার আফরোজা বলেন, রামিসা ক্লাসের সবচেয়ে শান্তশিষ্ট ও মেধাবী শিক্ষার্থী ছিল। রায়ে আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। দ্রুত সময়ের মধ্যে এই রায় বাস্তবায়ন করার দাবি জানাই। এই রায় বাংলাদেশের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রীকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

বিমানবন্দরের পেটে 'টাইম বোমা'

৩-এর পৃষ্ঠার পর মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেবিচকের পরিচালককে (ফায়ার) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্রমতে, পদ্মা অয়েলের ডিপোটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের একেবারে দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে অবস্থিত। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বিমান জ্বালানি এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। অথচ সম্ভাব্য বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা সেখানে পর্যাপ্ত নয়। সেখানে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে বিমানবন্দর পরিচালনাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বেবিচকের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, বিপিসি ও পদ্মা অয়েলের এই অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনে বছরের পর বছর নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না। বিপিসির নিরাপত্তার প্রতি উদাসীনতার বিষয়টি উল্লেখ করে ইতোমধ্যে বেবিচকের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় এত বড় জ্বালানি সংরক্ষণ স্থাপনা থাকা সত্ত্বেও এখনো পূর্ণাঙ্গ ফায়ার সেফটি প্ল্যান বাস্তবায়ন না হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা বারবার সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দিয়েছি। কিন্তু বিপিসির পক্ষ থেকে সহযোগিতা না পাওয়ায় পুরো প্রক্রিয়া ঝুলে আছে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এর প্রভাব শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বিমানবন্দর, উড়োজাহাজ, যাত্রী ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোও মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়বে।

এ বিষয়ে কথা বলতে বিপিসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। পদ্মা অয়েলের কর্মকর্তারা জানান, তারা বিপিসির নির্দেশনার অপেক্ষায় আছেন। অন্যদিকে বেবিচক কর্তৃপক্ষ বলছে, জাতীয় স্বার্থে এবং নিরাপত্তার খাতিরে তারা কোনো ছাড় দিতে রাজি নয়।

প্রতিনিধির হাতে আসা বেবিচকের অভ্যন্তরীণ নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শুধু পদ্মা অয়েলই নয়, কার্গো ভিলেজ এলাকাতে অগ্নিনিরাপত্তায় চরম অবহেলা করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। নথিতে উঠে এসেছে, কোটি কোটি টাকার পণ্য সংরক্ষিত থাকা এ কার্গো এলাকায় অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ। নিয়ম অনুযায়ী পুরোনো এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট কার্গো এলাকায় বিমানের নিজস্ব ফায়ার ক্রু মোতায়েন থাকার কথা থাকলেও পরিদর্শনে সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। এছাড়া হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পুরোনো ইমপোর্ট কার্গো এলাকাতেও নেই কোনো স্থায়ী ফায়ার হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা। একাধিক দফা পরিদর্শন করেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ফায়ার ক্রুর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারেনি বেবিচকের তদন্ত দল। ফলে সামগ্রিকভাবে বিমানবন্দরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো এখন এক অদৃশ্য ভয়াবহ অগ্নিঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এদিকে সারা দেশের বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অগ্নিনির্বাপণ সক্ষমতা নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বেবিচক। অগ্নিকাণ্ডসহ যে কোনো ধরনের নাশকতামূলক তৎপরতা বন্ধে সংস্থার আওতাধীন সব বিমানবন্দর, অফিস, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং আবাসিক কোয়ার্টারে বিশেষ নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ১০ মে বেবিচক এক আদেশে এলাকায় ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আদেশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা শাখা প্রধানদের সরাসরি তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সচেতনতামূলক সাইনেজ ও স্টিকার লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অগ্নিঝুঁকি মোকাবিলায় কারিগরি সক্ষমতা যাচাইয়ের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে বেবিচক। আদেশে বলা হয়-স্মোক ডিটেক্টর, ফায়ার অ্যালার্ম এবং ফায়ার এক্সটিংগুইশার বা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের কার্যকারিতা সার্বক্ষণিক নিশ্চিত করতে হবে। ফায়ার হোজ রিল বা পাইপে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে। এছাড়া বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড রোধে নিয়মিত লাইন ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী পরীক্ষা করার নির্দেশও দেওয়া হয়। যে কোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধে সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারের উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে অফিস সময়ের পরও যেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল না হয় তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে প্রতিটি স্থাপনার দৃশ্যমান স্থানে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনের হটলাইন নম্বর প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩৯ দেশের নাগরিকদের অ্যাসাইলাম

৩-এর পৃষ্ঠার পর সব প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন, তারা অযথা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন।

বিচারক ম্যাককনেল তাঁর রায়ে উল্লেখ করেন যে অনেক আবেদনকারী নির্ধারিত ফি পরিশোধ করেছেন, বায়োমেট্রিক তথ্য জমা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকারেও অংশ নিয়েছেন। তবুও তাদের কেস অকারণে স্থগিত রাখা হয়েছে, যা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

এই নীতির পেছনে প্রশাসনের যুক্তি ছিল জাতীয় নিরাপত্তা। বিশেষ করে ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে গুলি করার ঘটনার পর নিরাপত্তা উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি আফগান নাগরিক, যিনি ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং ২০২৫ সালে আশ্রয় পান।

প্রাথমিকভাবে এই নীতির আওতায় শুধু ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার দেশগুলোর নাগরিকই নয়, বরং সব ধরনের আশ্রয় আবেদনও সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল। পরে মার্চ মাসে ইউএসসিআইএস কিছুটা শিথিলতা আনে এবং অধিকাংশ দেশের আবেদন প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করে, তবে নিষেধাজ্ঞার তালিকাভুক্ত ৩৯টি দেশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বজায় থাকে। রায়ের পর প্রতিক্রিয়ায় ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির আইন উপদেষ্টা জেমস পার্সিভাল আদালতের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রশাসনের বিরুদ্ধে "অ্যানিমাস" বা পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্যের অভিযোগ বহু বছর ধরে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এটি বিচার ব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা।

কংগ্রেসে অনুমোদন পেলো ৭০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল

৩-এর পৃষ্ঠার পর মিত্রদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতে পারে, যারা অভিযোগ করেন যে অতীতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে। ডেমোক্র্যাটরা এই তহবিলকে 'স্লাশ ফান্ড' বা বিশেষ রাজনৈতিক তহবিল হিসেবে আখ্যা দিয়ে এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। সিনেটে ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার তহবিলটি বাতিলের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তবে সেটি ৫০-৪৯ ভোটে পরাজিত হয়। কয়েকজন রিপাবলিকান সদস্যও তহবিলটি বাতিলের পক্ষে অবস্থান নিলেও শেষ পর্যন্ত কোনো সংশোধনীই পাস হয়নি।

এদিকে সিনেটের রিপাবলিকান নেতা জন থুন বলেন, ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চ কংগ্রেসে সাক্ষ্য দিয়ে জানিয়েছেন যে বিচার বিভাগ এই তহবিল বাস্তবায়নের পথে এগোবে না। তবে ডেমোক্র্যাটদের মতে, শুধুমাত্র মৌখিক আশ্বাস যথেষ্ট নয় এবং আইনগতভাবে তহবিলটি নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

বিতর্ক আরও বাড়ে যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই বলেন, তিনি এই তহবিলকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। ফলে তহবিলটি ভবিষ্যতে পুনরায় সক্রিয় হতে পারে বলে বিরোধীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছে।

বিলটির বিরোধিতা করা সিনেটর মারকাওস্কি বলেন, এটি সিনেটের প্রচলিত বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং বিতর্কিত তহবিলটি বাতিল না করায় তিনি এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।

অন্যদিকে সমর্থকরা বলছেন, সীমান্ত নিরাপত্তা ও অভিবাসন আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রয়োজন। তবে সমালোচকদের মতে, আইস এবং বর্ডার পেট্রোলের কাছে আগের বরাদ্দের বিপুল পরিমাণ অর্থ এখনও অব্যবহৃত রয়েছে।

প্রতিনিধি পরিষদে বিলটি নিয়ে আগামী সপ্তাহে আলোচনা হতে পারে। সেখানে অনুমোদন পেলে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি বাস্তবায়নে এটি অন্যতম বৃহৎ অর্থায়ন প্যাকেজ হিসেবে বিবেচিত হবে।

অবৈধ অভিবাসন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বন্ধে নির্বাহী আদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আদেশ অনুযায়ী, অবৈধ অভিবাসন কার্যক্রমে ব্যবহৃত বা সংশ্লিষ্ট বলে প্রমাণিত ব্যাংক হিসাব শনাক্ত করে বন্ধ, জব্দ বা বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, মানবপাচারকারী, মাদক চক্র ও অপরাধী সংগঠনগুলো ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন পরিচালনা করে, যা যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হচ্ছে।

হোয়াইট হাউস ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধী নেটওয়ার্কগুলোকে দুর্বল করতে আর্থিক ব্যবস্থার ভেতর থেকেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সম্প্রতি সিণোলা কার্টেল সংশ্লিষ্ট অর্থপাচার নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এবং ওহাইওতে একটি অর্থপাচার চক্রের সম্পদ জব্দের ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, চীনা অর্থপাচার চক্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে ৩১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ স্থানান্তরের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট ওহাইওতে ১২৬ মিলিয়ন ডলারের একটি অবৈধ শ্রমিক নিয়োগ ও অর্থপাচার চক্রের সম্পদ জব্দ করে। তদন্তকারীদের মতে, প্রায় ৪০টি ভুয়া কোম্পানির মাধ্যমে অনথিভুক্ত শ্রমিকদের নিয়োগ, আবাসন এবং অর্থ লেনদেন পরিচালিত হচ্ছিল।

প্রতিনিধি পরিষদে 'ওয়ার পাওয়ার্স রেজুলেশন' পাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ 'ওয়ার পাওয়ার্স রেজুলেশন'।

ভোটাভুটিতে রেজুলেশনের পক্ষে ভোট পড়ে ২১৫টি এবং বিপক্ষে ২০৮টি। সব ডেমোক্র্যাট সদস্যদের পাশাপাশি চারজন রিপাবলিকান সদস্যও এর পক্ষে ভোট দেন। ফলাফল ঘোষণার পর প্রতিনিধি পরিষদ কক্ষে উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

রেজুলেশনের প্রধান উদ্যোক্তা নিউইয়র্কের কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিকস বলেন, "এবার যথেষ্ট হয়েছে। প্রেসিডেন্টের উচিত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। জনগণ তাঁর পছন্দের এই যুদ্ধের কারণে ভোগান্তিতে ক্লান্ত।"

হাউস স্পিকার মাইক জনসন এর আগে ভোটটি ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলেন। দুই সপ্তাহ আগে রেজুলেশনটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি প্রতিনিধি পরিষদের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়া এবং শান্তি আলোচনায় অগ্রগতির অভাবে কংগ্রেসে বিরোধিতা আরও বেড়ে যায়।

ইরানের সঙ্গে সংঘাত শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানির দাম বেড়েছে এবং মূল্যস্ফীতির ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালিতে উত্তেজনার কারণে বিশ্ববাজারে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অংশের জ্বালানি বাণিজ্য এই প্রণালির ওপর নির্ভরশীল।

স্পিকার জনসন বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করছেন যাতে হরমুজ প্রণালি পুনরায় নিরাপদভাবে বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা যায়। তিনি দাবি করেন, ট্রাম্প এখনো দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতির দিকেই প্রধান মনোযোগ দিচ্ছেন।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কংগ্রেসে সতর্ক করে বলেন, এই ধরনের রেজুলেশন ইরানকে ভুল বার্তা দিতে পারে।

রুবিওর ভাষায়, "ইরান যদি মনে করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের হাত বাঁধা হয়ে গেছে, তাহলে তারা কোনো সমঝোতা বা শান্তিচুক্তির প্রয়োজন অনুভব করবে না।"

রেজুলেশনটি এখন সিনেটে যাবে। গত মাসে সিনেটেও কয়েকজন রিপাবলিকান সদস্য ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে মিলে একই ধরনের একটি উদ্যোগকে সমর্থন করেছিলেন। তবে সেখানে এখনো চূড়ান্ত ভোট অনুষ্ঠিত হয়নি।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, রেজুলেশনটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রয়োজনে এতে ভেটো দিতে পারেন। তারপরও এই ভোটকে তার ইরান নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসে বাড়তে থাকা অসন্তোষের প্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে থাকলেও প্রেসিডেন্ট সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে সামরিক অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা রাখেন। ফলে এই রেজুলেশন ঘিরে ভবিষ্যতে যুদ্ধক্ষমতা নিয়ে নতুন সাংবিধানিক ও আইনি বিতর্কের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।

ঝড়ের তাণ্ডবে ট্রাই-স্টেটেজুড়ে ৭৫ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎহীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কন এডিসন নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরোতে ৬ হাজার ৫৬টি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনা রিপোর্ট করেছে। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে আরও ৫ হাজার ৬৪ জন গ্রাহক বিদ্যুৎহীন রয়েছেন।

রোববার এক বিবৃতিতে কন এডিসন জানায়, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন প্রায় ১৪ হাজার গ্রাহকের সেবা ইতোমধ্যে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রায় ৫ হাজার ২০০ গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরিয়ে আনতে কর্মীরা দিনরাত কাজ করছেন।

কন এডিসনের তথ্য অনুযায়ী, ঝড়ের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ওয়েস্টচেস্টার ও কুইন্স এলাকায়। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ওয়েস্টচেস্টারের ৯৫ শতাংশ গ্রাহকের বিদ্যুৎ আজ রোববার রাত ১১টার মধ্যে এবং কুইন্সের ৯৫ শতাংশ গ্রাহকের বিদ্যুৎ সোমবার সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে পুনঃস্থাপন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বর্তমানে কুইন্সে ৩ হাজার ৯৭৯ জন, ওয়েস্টচেস্টারে ৭৯৪ জন, ব্রঙ্কসে ২৬৪ জন, ব্রুকলিনে ১২৯ জন, স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে ৮ জন এবং ম্যানহাটনে একজন গ্রাহক বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছেন।

কন এডিসন জানায়, প্রবল বাতাসে অসংখ্য গাছ ও ডালপালা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ওপর পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টি করে।

বিশেষ করে কুইন্সের বেইসাইড, ডগলাস্টন, জ্যামাইকা, লিটল নেক এবং মাসপেথ এলাকায় বহু গাছ উপড়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে কন এডিসনের কর্মীদের পাশাপাশি অতিরিক্ত সহায়তাকারী দলও কাজ করছে।

ঝড়-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় কন এডিসন নিউইয়র্ক সিটি ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি ডিপার্টমেন্ট অব ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে।

এদিকে অরেঞ্জ অ্যান্ড রকল্যান্ড ইউটিলিটিজ তাদের সেবা এলাকায় ৪ হাজার ৫৯৭টি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের তথ্য দিয়েছে। লং আইল্যান্ডে পিএসইজি লং আইল্যান্ড-এর কর্মীরা ৮ হাজার ৮৩৭টি বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধারে কাজ করছেন।

এর আগে ট্রাই-স্টেট অঞ্চলের জরুরি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা ভ্রমণ সতর্কতা জারি করে জানিয়েছিলেন, আকস্মিক তীব্র বজ্রঝড়, ভারী বৃষ্টিপাত এবং শক্তিশালী দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ নিয়ে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

সাক্ষাৎকার ছাড়াই অ্যাসাইলাম আবেদন বাতিলের পরিকল্পনা!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

না নিয়েই আবেদন বাতিল করতে পারবেন।

বর্তমানে ইউএসসিআইএস প্রায় সব আশ্রয় আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদের দাবির সত্যতা যাচাই করে থাকে। নতুন নীতি কার্যকর হলে দীর্ঘদিনের এই প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে।

নথি অনুযায়ী, আবেদন বাতিল হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সরাসরি ডিপোর্টেশন বা বহিষ্কার প্রক্রিয়ার আওতায় অভিবাসন আদালতে পাঠানো হবে। সেখানে তাকে বিচারকের সামনে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অধিকার প্রমাণ করতে হবে।

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী, সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের এক বছরের মধ্যে আশ্রয়ের আবেদন করতে হয়। তবে গুরুতর অসুস্থতা, অযোগ্য আইনি পরামর্শ বা অন্য বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এই সময়সীমা শিথিল করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অভিভাবকহীন অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে এক বছরের সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

প্রস্তাবিত বিধিতে বলা হয়েছে, যদি কোনো কর্মকর্তা মনে করেন আবেদনকারী এসব ব্যতিক্রমের আওতায় পড়েন, তাহলে তার সাক্ষাৎকার নির্ধারণ করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মামলা এগিয়ে নেওয়া হবে।

ইউএসসিআইএসের এক মুখপাত্র সিবিএস নিউজকে জানান, বাইডেন প্রশাসনের সময় তৈরি হওয়া আশ্রয় মামলার বিশাল জট কমাতে ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করছে।

তার ভাষায়, "ত্রুটিপূর্ণ আবেদনগুলো দ্রুত অভিবাসন আদালতে পাঠানো হলে ইউএসসিআইএসের সময় বাঁচবে এবং আবেদনকারীরা বিচারকের সামনে তাদের দাবি উপস্থাপনের সুযোগ পাবেন।"

তবে আশ্রয়প্রার্থীদের সহায়তাকারী সংগঠন অ্যাসাইলাম সিকার অ্যাডভোকেসি প্রজেক্টের সহ-নির্বাহী পরিচালক ও অভিবাসন আইনজীবী কনচিতা ক্রুজ এ পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, অনেক মানুষ বৈধ কারণে এক বছরের পরে আশ্রয়ের আবেদন করেন। কেউ হয়তো দীর্ঘদিন ভিসা বা অন্য বৈধ স্ট্যাটাসে ছিলেন, আবার কারও বিশেষ ব্যক্তিগত পরিস্থিতি থাকতে পারে। সাক্ষাৎকারের সুযোগ না দিলে তারা নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ হারাবেন।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় মামলার জট রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের শেষ দিকে ইউএসসিআইএসের কাছে প্রায় ১৫ লাখ আশ্রয় আবেদন মুলতবি ছিল। অন্যদিকে, বিচার বিভাগের অভিবাসন আদালতগুলোতে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৩৩ লাখ মামলা অপেক্ষমাণ ছিল, যার মধ্যে ২৩ লাখই আশ্রয় সংক্রান্ত।

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরে ট্রাম্প প্রশাসন আশ্রয়প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে। প্রশাসন ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তথাকথিত "নিরাপদ তৃতীয় দেশ" চুক্তি করেছে, যার আওতায় আশ্রয়প্রার্থীদের নিজ দেশের পরিবর্তে অন্য দেশে পাঠিয়ে সেখানে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

ওয়ার্ক পারমিট হারাতে পারেন লাখো অভিবাসী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। একই সঙ্গে ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের জন্য কর্মস্থলকে ফেডারেল ই-ভেরিফাই কর্মসূচিতে নিবন্ধিত থাকতে হবে।

তবে বেশি ঝুঁকিতে পড়তে পারনে অভিবাসীরা, যাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বহিষ্কার আদেশ রয়েছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা এখনও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে এই শ্রেণির অধিকাংশ ব্যক্তি ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার সুযোগ হারাতে পারেন। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে কাউকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়, সেখানে সীমিত অনুমতির সুযোগ রাখা হতে পারে।

ডিএইচএসের মতে, এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো অবৈধ অভিবাসনের প্রণোদনা কমানো, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো এবং অভিবাসন আইন আরও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।

তবে সমালোচকদের দাবি, এর ফলে বৈধভাবে কাজ করা হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়তে পারেন এবং অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শ্রমিক সংকটে পড়বে।

২০২৪ অর্থবছরে মানবিক প্যারোল, ডিফার্ড অ্যাকশন এবং বহিষ্কার-সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৯ লাখ ৭৮ হাজারের বেশি ওয়ার্ক পারমিট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল। ফলে নতুন নিয়ম কার্যকর হলে এর প্রভাব ব্যাপক হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞ অ্যাডাম ক্লেইনের মতে, কর্মসংস্থান অনুমতিকে একটি নিশ্চিত অধিকার নয় বরং সরকারের বিবেচনাধীন সুবিধা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে প্রশাসন। এতে ভবিষ্যতে অভিবাসন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের ওপর আবেদনকারীদের ভাগ্য আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে ন্যাশনাল ইমিগ্রেশন ফোরামের প্রধান নির্বাহী জেনি মারে সতর্ক করে বলেছেন, বৈধভাবে কাজ করা অভিবাসীদের কর্মসংস্থান সীমিত করা হলে তা শুধু অভিবাসীদের নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও শ্রমবাজারের জন্যও নেতিবাচক প্রভাব বয়ে আনতে পারে। বিশেষ করে যেসব খাত অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে কর্মী সংকট আরও প্রকট হয়ে উঠতে পারে।

প্রস্তাবিত নিয়মটি এখনো চূড়ান্ত নয়। জনমত গ্রহণ ও পর্যালোচনার পর এটি কার্যকর হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine
সেবাসমূহ
❖ জেনারেল চেক আপ ❖ ইকেজি
❖ ডায়াবেটিস ❖ বয়স্ক ভেক্সিনেশান
❖ হাইপারটেনশন ❖ হজ্ব ভেক্সিনেশান
❖ হাই কোলেষ্টরল, এজমা ❖ ব্লাড টেষ্ট ❖ TLC EYE EXAM
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

Saboor Waizun Medical PC
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM
JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

প্রশ্নের মুখে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক : সীমান্তে কিলিং-পুশিংয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক : ভারতের দ্বিচারি আচরণে নতুন করে প্রশ্নের সম্মুখীন ঢাকা-দিল্লির সম্পর্ক। একদিকে প্রতিনিয়ত বলা হচ্ছে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন চায়; অন্যদিকে অবৈধ বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে ভারতীয় মুসলিমদের প্রতিদিন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশইনের অপচেষ্টা করছে বিএসএফ। সীমান্ত এলাকার স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শুধু মুসলিম হওয়ার কারণে ভারত এমনটা করছে। যদিও কিছুদিন থেকে বিজিবি হার্ডলাইনে অবস্থান নিয়েছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে বিএসএফের এমন অপচেষ্টা রুখে দিচ্ছে বিজিবি। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিজয়ের পর সীমান্তে এমন প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে প্রায়ই সীমান্তে বাংলাদেশিদের হত্যা অব্যাহত রয়েছে। ভারত সরকারের এমন উদ্ভট আচরণে বাংলাদেশের জনগণ ও সচেতন মহলে ক্রমেই ক্ষোভ-অসন্তোষ বাড়ছে। কোনো অবৈধ বসবাসকারী চিহ্নিত হলে তাকে তার নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য আইনি ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়া আছে। অভিযোগ উঠেছে, ভারত এ রকম প্রক্রিয়ার কথা মুখে বললেও কার্যত বেছে নিয়েছে পুশইনের মতো অপেশাদার ও অমানবিক পন্থা।

সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির যুগান্তরকে বলেন, ভারত এক ধরনের মিশ্র মেসেজ দিচ্ছে। দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেছেন, ভারতে বসবাসকারী অবৈধ বাংলাদেশিদের বিষয়ে বাংলাদেশ যেন দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। সেটি একটি যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব। কিন্তু বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতের বিএসএফ পুশইনের যে ঘটনা তাতে বাংলাদেশের জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তারা একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কোনো কোনো সীমান্তে দেখা যাচ্ছে বিজিবির সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণও সম্পৃক্ত হচ্ছেন।

তিনি বলেন, এখানে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ জনগণও যদি সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাহলে নতুন ধরনের জটিলতা তৈরি হতে পারে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে একবার দুই দেশের জনগণের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই জনগণের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। সমস্যা সমাধানে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কূটনীতিক চ্যানেলে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। প্রতিটি দেশেরই এসব বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নীতিমালা আছে। সেগুলো মেনেই পরিস্থিতির সমাধান করতে হবে।

ভারত সরকার বছরখানেক আগে দেশটিতে অবৈধ বসবাসকারীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করেছিল। সেখানে বারবার উঠে আসে অবৈধ বাংলাদেশিদের কথা। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিজেপির জ্যেষ্ঠ প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী (বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী) জিতলে এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিবেন বলেও জানান।

সর্বশেষ গত শুক্রবার ভারতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণায়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল দিল্লিতে এক ব্রিফিংয়ে বলেন, ভারতে অবৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশিসহ সব বিদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ সময় তিনি বলেন, একই সঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, ভারত তা আরও শক্তিশালী করে এগিয়ে নিতে চায়।

তিনি বলেন, অবৈধভাবে কেউ ভারতে থাকতে পারবে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থান অভিন্ন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমাদের আইন রয়েছে এবং সেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সন্দেহভাজন অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ভারত। এ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফেরত পাঠানোর কার্যক্রম আরও মসৃণ ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, সেসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আগেই ভারত কেন সীমান্তে পুশইনের চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ গত ২ জুন বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, সীমান্তে যে কোনো ধরনের অবৈধ পুশইন ও পুশব্যাকের বিরোধী সরকার। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সীমান্ত দিয়ে পুশইনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণ ও প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, বিষয়টি সরকারের নজরে রয়েছে। সীমান্তে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে আছে। এদিন সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নাগরিক হন এবং অন্য দেশে অবস্থান করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকা পাঠিয়ে পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও আইনগত নিয়ম মেনে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল এইচআরএম রোকন উদ্দিন (অব.) এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, আমরা মনে করতাম, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বন্ধুত্বের ভিত্তিতে গড়া। আসলে এটি স্বার্থের সম্পর্ক। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্রান্তিকালে ভারতের কাছ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা পাওয়ার কথা ছিল তা আমরা পাইনি। বরং আমরা দেখেছি ভারত সব সময় নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহার করেছে।

তিনি বলেন, সাপটা, সার্কেও ভারত তাদের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে যতগুলো চুক্তি হয়েছে সেখানে তারা তাদের স্বার্থ শতভাগ রক্ষা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ন্যায্য চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা সব সময় গড়িমসি করেছে। সেটা গঙ্গা বা তিস্তার পানি থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই।

নিউইয়র্কে আবুল কাহের চৌধুরীকে সংবর্ধনা

শেষ পৃষ্ঠার পর ওজোন পার্কের মোম'স পার্টি হলে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সভাপতি বদরুল খান। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া করেন সংগঠনের সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলিম। এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সহ-সভাপতি মো. শফিউদ্দিন তালুকদার, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আতিকুল হক আহাদ, সিলেট সদরের রাজনীতিবিদ মাহবুব রহমান চৌধুরী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমেদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট খলিলুর রহমান ও সদস্য মো. দেলোয়ার হোসেন মানকি।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্ট্রির সদস্য ছদরুন নূর, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান ও ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাবেক ট্রাস্টি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, মকবুল রাহিম চুনই, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার সালেহ আহমেদ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের প্রমুখ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সহ-সভাপতি সাব্বির হোসেন, লাখাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তালুকদার, চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সদস্য কবি আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সদস্য হাসান খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিসবা আবিদীন, ছমির উদ্দিন, গওহর চৌধুরী কিনু, বিনানিবাজার সমিতির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিজুর রহমান পাখি, মো. শামসুল আলম, শাহ স্বপন, আব্দুস শহীদ, মাহবুব আহমেদসহ আরও অনেকে।

বক্তারা প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রবাসীদের জন্য সহজ ও কার্যকর ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, নিবন্ধন প্রক্রিয়ার জটিলতা দূর করা, সিলেট অঞ্চলের উন্নয়নে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রবাসীদের জন্য নিরাপদ আবাসন প্রকল্প 'প্রবাসী পল্লি' গড়ে তোলা, বিদেশফেরতদের জন্য সহায়তা বৃদ্ধি, বিমান যোগাযোগ সহজ করা এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সম্প্রসারণ। এছাড়া সিলেটের গ্যাস সম্পদের ন্যায্য ব্যবহার এবং বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিও জানানো হয়। শেষে অতিথিদের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।







ফুড স্ট্যাম্পে 'ওয়ার্ক রিকোয়ারমেন্ট' শর্তে সাময়িক স্থগিতাদেশ আদালতের

প্রথম পৃষ্ঠার পর থাকবে।

ট্রাম্প প্রশাসন স্ন্যাপ কর্মসূচির জন্য ফেডারেল অর্থায়ন পেতে অঙ্গরাজ্যগুলোর ওপর কয়েকটি নতুন শর্ত আরোপ করতে চেয়েছিল। এসব শর্তের মধ্যে ছিল 'জেন্ডার আইডিওলজি', অভিবাসন নীতি এবং নারী ও কিশোরীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণসংক্রান্ত ফেডারেল নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা। মামলায় অংশ নেওয়া অঙ্গরাজ্যগুলো অভিযোগ করে যে, ইউএসডিএ কংগ্রেস অনুমোদিত কর্মসূচিগুলোর অর্থায়নের পথে অসাংবিধানিক ও বেআইনি বাধা সৃষ্টি করছে। তাদের দাবি, এসব পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচি, কৃষি গবেষণা এবং দেশের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।

অন্যদিকে সরকারের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দেন, নতুন শর্তগুলো করদাতাদের অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে, ফেডারেল তহবিলের ওপর সরকারের তদারকি জোরদার করবে এবং অর্থপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিদ্যমান ফেডারেল আইন ও নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য করবে।

স্ন্যাপ কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমানে প্রায় ৩ কোটি ৯০ লাখ আমেরিকান এই কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য কেনার জন্য সহায়তা পান। তবে কৃষি বিভাগের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারির মধ্যে সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৪৩ লাখ কমেছে।

অভিবাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের প্রভাবের আশঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা ছিল অনেক আবেদনকারী নিজ দেশে না ফিরে, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকেই তাদের স্থায়ী বসবাসের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। বিশেষ করে কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসাধারী, যেমন ঐ-১ই ভিসায় থাকা পেশাজীবী, এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের নিকট আত্মীয়দের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা আরও বেশি দেখা যায়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে একটি নতুন নীতি নির্দেশনার মাধ্যমে কিছু আবেদনকারীর ক্ষেত্রে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে কনস্যুলার প্রসেসিং সম্পন্ন করার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এই পরিবর্তনের ফলে ধারণা করা হচ্ছে, বহু আবেদনকারীকে এখন আর যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুযোগ নাও দেওয়া হতে পারে।

এই পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে অভিবাসন আইনজীবী ও বিশ্লেষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাদের মতে, নীতিটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট ও আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা নেই। ফলে আবেদনকারীরা এবং তাদের আইনজীবীরা অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে ইউএসসিআইএস কর্মকর্তারা আবেদনকারীদের প্রশ্ন করছেন কেন তারা নিজ দেশে ফিরে গিয়ে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছেন না, আবার কিছু ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না বলেও জানা গেছে।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণায় আরও দেখা যায়, আমেরিকান নাগরিকদের স্বামী-স্ত্রী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশেরও বেশি আবেদন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকেই সম্পন্ন হয়। কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসাধারীদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রবণতা বিদ্যমান, বিশেষ করে প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবার মতো খাতে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের মধ্যে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি নতুন নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে এটি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজার, পরিবার পুনর্মিলন প্রক্রিয়া এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন অভিবাসীদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের নিজ দেশে ফিরে গিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে, যা কর্মসংস্থান এবং ব্যক্তিগত জীবনে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি করবে।

অন্যদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এই ধরনের পরিবর্তনের উদ্দেশ্য অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আরও নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মতান্ত্রিক করা। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়নি, যা বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়েছে।

সিটিতে হেলিকপ্টার থেকে প্রয়োগ করা হবে মশক নিধন ওষুধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

হ্রাস পায়। স্বাস্থ্য কমিশনার অ্যালিস্টার মার্টিন বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগের মশা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি রোগ ছড়ানোর আগেই মশার সংখ্যা কমিয়ে নিউইয়র্কবাসীকে সুরক্ষা দিতে সহায়তা করে।

কর্মকর্তাদের মতে, এই কার্যক্রম ৮ জুন থেকে ১০ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে পরিচালিত হবে। আবহাওয়া খারাপ হলে কর্মসূচি পিছিয়ে ১১, ১২ এবং ১৫ জুন পরিচালনা করা হবে।

ব্রঙ্কসে প্যাহলাম বে পার্ক এলাকায় এই স্প্রে কার্যক্রম চালানো হবে। এর আওতায় ১০৪৬৪, ১০৪৬৫ এবং ১০৪৭৫ জিপ কোডের এলাকাগুলো থাকবে।

ব্রুকলিনে ফ্রেশ গ্রিক ব্যাসিন এবং ম্যারিন পার্ক এলাকায় লার্ভিসাইড প্রয়োগ করা হবে। এতে ১১২০৭, ১১২২৯, ১১২৩৪, ১১২৩৬, ১১২৩৯ জিপ কোড অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কুইন্সে একাধিক এলাকা এর মধ্যে রয়েছে অ্যালে পন্ড পার্ক, অ্যালি পন্ড পার্ক, ব্রুকভিল, কলেজ পয়েন্ট, এজমিয়ার, কিসেনা পার্ক, লিন্ডেন হিল, রোজডেল ও সোমারভিল। এসব এলাকার বেশ কয়েকটি জিপ কোড কর্মসূচির আওতায় থাকবে।

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে আর্লিংটন, ব্লুমফিল্ড, ব্লু হেরন পার্ক, চার্লসটন, চেলসি, ফ্রেশ কিলস, হাওল্যান্ড হুক, ওল্ড প্লেস, পোর্ট মোবাইল, রিচমন্ড টাউন, সাউথ বিচ, ট্রাভিস ও উলফস পন্ড পার্ক এলাকায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, ব্যবহৃত লার্ভিসাইড পণ্যগুলো ইউএস এনভায়োরনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি অনুমোদিত এবং এগুলোর মানুষের স্বাস্থ্য, গৃহপালিত প্রাণী ও বন্যপ্রাণীর ওপর প্রভাব খুবই কম। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে নিউইয়র্কে মশার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং কিছু ক্ষেত্রে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস শনাক্ত হয়। তাই মশা পূর্ণবয়স্ক হওয়ার আগেই লার্ভা ধ্বংস করার এই কর্মসূচিকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিটিতে খালি পড়ে আছে ৫৭ হাজার ফ্লাট!

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে জানায়, এই পরিসংখ্যান আবাসন নীতি নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বাড়িওয়ালাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নিউইয়র্ক অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জে মার্টিন বলেন, এই তথ্য প্রমাণ করে যে বাস্তবেই একটি সমস্যা রয়েছে। তার মতে, এসব খালি ইউনিট আবার বাজারে ফিরলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর ভাড়ার ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এবং আবাসন সংকট কিছুটা লাঘব হতে পারে।

বাড়িওয়ালাদের অভিযোগ, ২০১৯ সালে প্রণীত ভাড়াটিয়া সুরক্ষা আইন তাদের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই আইনের মাধ্যমে খালি হয়ে যাওয়া রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড ইউনিটের ভাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর সুযোগ সীমিত করা হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাপার্টমেন্ট সংস্কারে যে খরচ হয়, বর্তমান ভাড়ার হার দিয়ে তা আদায় করা সম্ভব হয় না। এ কারণে কিছু মালিক ইউনিট সংস্কার করে বাজারে ফেরানোর পরিবর্তে খালি রাখাকে বেশি সুবিধাজনক মনে করছেন বলে তারা দাবি করেন।

অন্যদিকে ভাড়াটিয়া অধিকারকর্মীরা এই যুক্তির সঙ্গে একমত নন। তাদের মতে, বাড়িওয়ালারা খালি ইউনিটের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখিয়ে আইন পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। লিগ্যাল এইড সোসাইটির আইনজীবী জুডিথ গোল্ডিনার বলেন, সিটিতে যখন প্রায় ১০ লাখ রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে, তখন কিছু ইউনিট খালি থাকাটা স্বাভাবিক বিষয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকাশিত তথ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই সংখ্যা থেকে বোঝা যায় না কোন ইউনিট কেন খালি রয়েছে, সেগুলোর অবস্থা কী, অথবা মালিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাজারের বাইরে রেখেছেন কি না। আবার বহু নতুন ভবনে সংরক্ষিত সাশ্রয়ী মূল্যের ইউনিট, গৃহহীনদের জন্য নির্ধারিত অ্যাপার্টমেন্ট কিংবা সিটির হাউজিং লটারির জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন খালি থাকা ইউনিটও এই হিসাবের মধ্যে রয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, অন্য গবেষণাগুলো অবশ্য অনেক কম সংখ্যা দেখিয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অব হাউজিং প্রিজারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সর্বশেষ জরিপে প্রায় ২৬ হাজার ইউনিটকে "খালি কিন্তু ভাড়ার জন্য উপলব্ধ নয়" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে ২০২৩ সালে সিটির ইন্ডিপেনডেন্ট বাজেট অফিসের এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাত্র প্রায় ১৩ হাজার ইউনিট একাধিক বছর ধরে খালি ছিল।

২০১৯ সালের ভাড়াটিয়া সুরক্ষা আইন নিয়ে বিতর্ক এখনও চলমান। এর আগে কোনো রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড ইউনিট খালি হলে বাড়িওয়ালারা প্রায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত ভাড়া বাড়াতে পারতেন। এছাড়া নির্দিষ্ট সীমার ওপরে ভাড়া পৌঁছে গেলে ইউনিটটিকে রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজেশন ব্যবস্থার বাইরে নেওয়ার সুযোগও ছিল। ভাড়াটিয়া সংগঠনগুলোর অভিযোগ ছিল, অনেক মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে ভাড়াটিয়াদের বের করে দিয়ে বেশি ভাড়া আদায়ের চেষ্টা করতেন। সেই প্রেক্ষাপটেই আইনটি পাস করা হয়।

বর্তমানে বিষয়টি আরও আলোচনায় এসেছে কারণ নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানী নির্বাচনী প্রচারে রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড ইউনিটের ভাড়া স্থগিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যদিও দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি এখন বলছেন, রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ডের উচিত সব তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ডের সদস্য ও অর্থনীতিবিদ আর্পিত গুপ্ত বলেন, খালি ইউনিটের সংখ্যা বাড়ার প্রবণতা উদ্বেগের বিষয়। তার মতে, সব খালি ইউনিট যে আর্থিক কারণে বাজারের বাইরে রাখা হয়েছে তা নয়, তবে এক বছরের ব্যবধানে খালি ইউনিটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো সংখ্যাটি নয়, বরং এর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা। যদি আগামী বছরগুলোতেও একইভাবে খালি ইউনিটের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে তা নিউইয়র্কের আবাসন বাজার এবং ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

আবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, সিটিতে যখন সাশ্রয়ী আবাসনের তীব্র সংকট চলছে, তখন কয়েক হাজার নয়, কয়েক হাজার রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড ইউনিট খালি থাকার তথ্য স্বাভাবিকভাবেই জনমনে প্রশ্ন তৈরি করছে। তবে এই খালি ইউনিটগুলোর প্রকৃত কারণ ও বাস্তব অবস্থা নির্ধারণে আরও বিস্তারিত তদন্ত এবং হালনাগাদ জরিপের প্রয়োজন রয়েছে।

গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মামলায় ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে মেটা

শেষ পৃষ্ঠার পর

হওয়া এবং কিছু ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণ না করায় তহবিলে বিপুল অর্থ অবশিষ্ট থেকে যায়। সম্প্রতি আদালত সেই অর্থ পুনর্বিতরণের অনুমতি দিয়েছে, যার ফলে হাজার হাজার ফেসবুক ব্যবহারকারী দ্বিতীয়বারের মতো অর্থ পেতে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয় দফার অর্থ কেবল তারাই পাবেন, যাদের দাবি অনুমোদিত হয়েছিল এবং যারা প্রথম দফার অর্থ সফলভাবে গ্রহণ বা নগদায়ন করেছিলেন। অর্থাৎ, প্রথম পেমেন্ট গ্রহণ না করলে বা তা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেলে দ্বিতীয় দফার অর্থ পাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, জুন মাসজুড়ে ধাপে ধাপে এই অর্থ বিতরণ করা হবে। অর্থ পাঠানোর তিন থেকে চার দিন আগে যোগ্য দাবিদারদের কাছে ই-মেইল পাঠিয়ে বিষয়টি জানানো হবে। অর্থ একই পদ্ধতিতে পাঠানো হবে, যেভাবে প্রথম দফার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছিল। এই মামলার সূত্রপাত হয়েছিল ফেসবুক ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছে অনুমতি ছাড়া শেয়ার করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। মামলায় বলা হয়, ব্যবহারকারীদের তথ্য বিভিন্ন অ্যাপ ডেভেলপার, বিজ্ঞাপনদাতা, ব্যবসায়িক অংশীদার এবং ডেটা ব্রোকারদের কাছে পৌঁছে যায়। পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবহারের ওপর যথাযথ নজরদারি করতে ব্যর্থ হয়েছিল ফেসবুক।

মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়, ব্যবহারকারীদের বন্ধুদের সম্পর্কিত তথ্যও যথাযথ সম্মতি ছাড়াই বিভিন্ন তৃতীয় পক্ষের হাতে চলে গিয়েছিল। এই ঘটনাগুলো বিশ্বজুড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্য সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করে। তবে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা প্লাটফর্ম সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। প্রতিষ্ঠানটি কোনো ধরনের অনিয়ম বা আইনি দায় স্বীকার না করেই মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য সমঝোতায় রাজি হয়েছিল।

যারা আগে দাবি জমা দিয়েছিলেন কিন্তু নিজেদের আবেদনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত নন, তারা মামলার প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য জানতে পারবেন। তবে নতুন করে দাবি দাখিল বা এই নিষ্পত্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ আর নেই।

নোয়েম আমলের বেশিরভাগ চুক্তি

শেষ পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে। করদাতাদের অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নোয়েমের আমলে দেওয়া কয়েকটি বড় সরকারি চুক্তি নিয়ে কংগ্রেস ও ইন্সপেক্টর জেনারেলের দপ্তরের তদন্ত চলার মধ্যেই এ সিদ্ধান্ত এলো। বিশেষ করে ২২ কোটি ডলারের একটি বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযান নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

গুনানিতে ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যবহৃত দুটি গালফস্ট্রিম জি সেভেন হান্ড্রেড এবং একটি বোয়িং ৭৩৭ বিমান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তবে মুলিন জানান, সরকারি দায়িত্ব পালনে এসব বিমান প্রয়োজন।

এদিকে তিনি আরও বলেন, অভিবাসন আইন বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তারা কেবল কংগ্রেস প্রণীত আইন কার্যকর করছেন এবং এ কার্যক্রমকে বর্ণবাদের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়। এছাড়া নতুন নিয়োগকৃত আইস এজেন্টদের প্রশিক্ষণ সময়কাল আগের নির্ধারিত ৭২ দিন করা হয়েছে।

রাতের আধারে একাধিক ব্যক্তির

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি নিয়ে নানা রহস্যের ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

সিটির গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও ইউটিলিটি নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত এসব ভূগর্ভস্থ টানেলে কেন মানুষ প্রবেশ করছে এবং সেখানে তারা কী করছে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন স্থাপনার সিসিটিভি ফুটেজে ঘটনাগুলো ধরা পড়ার পর প্রশাসনও বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, এস্টোরিয়ায় একটি গাড়ির ওয়ার্কশপের কাছের রাস্তায় কয়েকজন ব্যক্তি ম্যানহোল দিয়ে নিউইয়র্ক সিটির বিশাল ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্কে প্রবেশ করছেন এবং ঘণ্টাখানেক পর আবার বেরিয়ে আসছেন।

এপি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনাগুলো নিয়ে পুলিশ তদন্ত চালালেও এখন পর্যন্ত জননিরাপত্তার জন্য কোনো তাৎক্ষণিক হুমকির প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিউইয়র্কের ভূগর্ভে প্রায় ৭ হাজার ৪০০ মাইল দীর্ঘ নর্দমা ব্যবস্থা রয়েছে। সাবেক আরবান এক্সপ্লোরার স্টিভ ডানকান জানান, এসব টানেলের কিছু অংশ এতটাই বড় যে একজন মানুষ সহজেই সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন। তবে টানেলের ভেতরের পরিবেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিষাক্ত গ্যাস, ব্যাকটেরিয়া, সংক্রমণ এবং আকস্মিক পানির প্রবাহ যেকোনো সময় প্রাণঘাতী পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

ভিডিওতে দেখা ব্যক্তিদের পরনে ছিল জলরোধী পোশাক, বুট এবং হেডল্যাম্প। এসব সরঞ্জাম দেখে ধারণা করা হচ্ছে, তারা পূর্বপরিকল্পিতভাবেই সেখানে প্রবেশ করেছিল। তবে এখনও সবচেয়ে বড় প্রশ্ন রয়ে গেছে তারা কি শুধুই রোমাঞ্চপ্রিয় আরবান এক্সপ্লোরার, নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনো উদ্দেশ্য?

বিশেষজ্ঞদের মতে, নিউইয়র্কের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তার স্বার্থে ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত অত্যন্ত জরুরি। নিউইয়র্কের ব্যস্ত সড়কের নিচে লুকিয়ে থাকা এই রহস্যময় ভূগর্ভস্থ জগৎ এখন আবারও সাধারণ মানুষের কৌতূহল এবং আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।



তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারীর ধ্বংস অনিবার্য

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) লোকদের ধিক্কার দেয় এবং (পেছনে) নিন্দা করতে অভ্যস্ত।"(সুরা হুমাযা:১) এখানে পাশাপাশি মুল আরবী শব্দ লুমাযা ও হুমাযা ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থের দিক থেকে অনেক বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছে। এমন কি কখনো শব্দ দুটি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো দু'য়ের পার্থক্য হয়। কিন্তু সে পার্থক্যটা এমন পর্যায়ের যার ফলে একদল লোক 'হুমাযা'র যে অর্থ করে অন্য একদল লোক 'লুমাযা'রও সেই একই অর্থ করে আবার এর বিপরীত পক্ষে কিছু লোক 'লুমাযা'র যে অর্থ বর্ণনা করে অন্য কিছু লোকের কাছে 'হুমাযা'র ও অর্থ তাই এখানে যেহেতু দু'টি শব্দ এক সাথে এসেছে এবং 'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই উভয় মিলে এখানে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে: সে কাউকে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে।

মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তির কাজ কর্মকে ধ্বংসকর বলেছেন যে ব্যক্তি কারোর প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে অংগুলি নির্দেশ করে, চোখের ইশারায় কাউকে ব্যঙ্গ করে, কারো বংশের নিন্দা করে, কারো ব্যক্তি সত্তার বিরূপ সমালোচনা করে, কারোর পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায়, কোথাও চোখলখুরী করে এবং এর কথা ওর কানে লাগিয়ে বন্ধুদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। কোথাও লোকদেও নাম বিকৃত করে খারাপ নামে অভিহিত করে। কোথাও কথার খোঁচায় কাউকে আহত করে এবং কাউকে দোষারোপ করে। এসব তার অথ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের ব্যক্তি নিজে ধ্বংস হয় সাথে সাথে সমাজ ও তার পরিবেশকে ধ্বংস করে।

অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বা হেয় প্রতিপন্ন করা একটি মারাত্মক সামাজিক ও নৈতিক ব্যধি, যা ব্যক্তিকে আখিরাতে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত করে। ইসলামে অহংকারবশত মানুষকে ছোট করে দেখাকে 'কবীরা গোনাহ' বাব ড় পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লহ তা'আলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ,পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরকে বিদ্রুপ করো না। এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর গোনাহের কাজে প্রসিদ্ধ লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।"(সুরা হুজরাত:১১)

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী সম্পর্কে এর চেয়ে মারাত্মক আয়াত আল কুরআনে অন্য কোথাও দেখা যায় না। একটি আয়াতে এদেরকে একই সাথে জঘন্য, জালেম ও ঈমানের পরিপন্থী কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ এই কাজটি আমাদের মুসলিম সমাজে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের দ্বারাই হয়ে থাকে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং কাউকে খারাপ নামে ডাকা আজ মামুলী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল কুরআন যাকে জঘন্য ও জুলুমের কাজ বলছে আর মুসলিম সমাজ সেটিকে মামুলী বিষয় মনে করছে। ইসলামী সমাজে এটি এতটাই জঘন্য যে, একটি সমাজ ভাঙ্গনের জন্য একটি অভ্যাসই যতেষ্ট। একে অপরের ইজ্জতের ওপর হামলা করা, একে অপরের মনোকষ্ট দেয়া, একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষন করা এবং একে অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ অন্যান্য কারণের সাথে মিশে বড় বড় ফেতনার সৃষ্টি করে।

ইসলামী আইনে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তার বিরুদ্ধে ইসলামী কোর্টে মানহানি মামলা হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি মানুষের মৌলিক মানবীয় অধিকারের একটি। অর্থাৎ নিজের ইজ্জত আব্রু নিয়ে স্বাধীনভাবে সম্মানের সাথে বসবাস করা। এ ক্ষেত্রে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ একটি আইন রয়েছে এবং এসব আইনে যথ যথ শাস্তির বিধানও রয়েছে। যদিও সাধারণ আইন এ ক্ষেত্রে অনেকটা অসম্পূর্ণ। এই আইনে এতটাই অসম্পুর্ণ যে, এ আইনের অধীনে কেউ মানহানির অভিযোগ পেশ করে নিজের মর্যাদা আরো কিছু খুইয়ে আসে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন প্রত্যেক ব্যক্তির এমন একটি মৌলিক মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় যার ওপর কোন আক্রমণ চালানোর অধিকার কারো নেই। এ ক্ষেত্রে হামলা বাস্তবতা ভিত্তিক হোক বা না হোক এবং যার ওর আক্রমণ করা হয়, জনসমক্ষে তার কোন সুপরিচিত মর্যাদা থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অপমান করেছে শুধু এতটুকু বিষয়ই তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য যতেষ্ট।

বিদ্রুপ করার অর্থ কেবল কথার দ্বারা হাসি-তামাসা করাই নয়। বরং কারো কোন কাজের অভিনয় করা, তার প্রতি ইংগিত করা, তার কথা, কাজ, চেহেরা বা পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করা অথবা তার কোন ত্রুটি বা দোষের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যদের হাসি পায়। এ সবই হাসি-তামাসার অন্তরভুক্ত। মূল নিষিদ্ধ বিষয় হলো কেউ যেন কোনভাবেই কাউকে উপহাস ও হাসি-মামাসার লক্ষ না বানায়। কারণ, এ ধরনের হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের পেছনে নিশ্চিতভাবে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন এবং অপরের অপমানিত করা ও হেয় করে দেখানোর মনেবৃত্তি কার্যকর। যা নৈতিকভাবে অত্যন্ত দোষনীয়। তাছাড়া এভাবে অন্যের মনোকষ্ট হয় যার কারণে সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ করণেই এ কাজকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

এখানেও সুরা হুমাযার মতো 'লুমাযা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির মধ্যে বিদ্রোপ ও কুৎসা ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক অর্থ এর মধ্যে শামিল। যেমন: উপহাস করা, অপবাদ আরোপ করা, দোষ বের করা এবং খোলাখুলি বা গোপনে অথবা ইশারা-ইংগিত করে কাউকে তিরস্কারের লক্ষস্থল বানানো। এসব কাজও যেহেতু পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাই এসব কাজও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহর ভাষায় চমৎকারিত্ব এই যে, "একে অপরকে বিদ্রুপ করো না" এই কথা না বলে "নিজেকে নিজে বিদ্রুপ করো না"। কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা স্বতই এ কথা ইংগিত পাওয়া যায় যে, অন্যদেও বিদ্রুপ ও উপহাসকারী প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই বিদ্রুপ ও উপহাস করে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যতক্ষন না কারো মনে কুপ্রেরণার লাভা জমে উপচে পড়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ তার মুখ অন্যদের কুৎসা রটনার জন্য খুলবে না। এভাবে এ মানসিকতার লালনকারী অন্যদের আগে নিজেকেই তো কুকর্মের আস্তানা বানিয়ে ফেলে। তারপর যখন সে অন্যদেরকে ওপর আঘাত করে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার নিজের ওপর আঘাত করার জন্য অন্যদেরকে আহবান করছে। ভদ্রতার কারণে কেউ যদি তার আক্রমণ এড়িয়ে চলে তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু যাকে সে তার বাক্যবাণের লক্ষস্থল বানিয়েছে সে-ও পাল্টা তার ওপর আক্রমণ করুক এ দরজা সে নিজেই খুলে দিয়েছে। প্রতিপক্ষ ব্যক্তি যদি তার মতই আচরণ করে এবং উভয় পক্ষ পেশী শক্তির অধিকারী হয় তাহলে বিশাল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভবনা প্রবল হয়ে উঠে। বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরণের রক্তক্ষয়ী প্রচুর ঘটনা দেখা যায়। প্রথমে ব্যক্তি ব্যক্তিতে, পরিবার পরিবারে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে, গ্রাম গ্রামে এভাবে থানা থানায় ও জেলা জেলায় ও দেশ দেশে এই সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজ এক বিভিষিকময় পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত হয়।

সুরা হুজরাতের ১১ নং আয়াতের নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে এমন নামে ডাকা না হয় অথবা এমন উপাধি না দেয়া হয় যা তার অপছন্দ এবং যা দ্বারা তার অবমাননা ও অমর্যাদা হয়। যেমন কাউকে ফাসেক বা মুনাফিক বলা। কাউকে খোঁড়া, অন্ধ অথবা কানা বলা। কাউকে তার নিজের কিংবা মা বাবার অথবা বংশের কোন দোষ বা ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত করে উপাধি দেয়া কোন ব্যক্তি, বংশ, আত্মীয়তা অথবা গোষ্ঠীর এমন নাম দেয়া যার মধ্যে তার নিন্দা ও অপমানের দিকটি বিদ্যমান।

ভালো করে মনে রাখতে হবে, ঈমানদার হওয়ার পরও কটুভাষী বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী হবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজের জন্য বিখ্যাত হবে এটা একজন ঈমাদারের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। কারণ ঈমানদার যেই কালিমার মাধ্যমে ঈমান নামক সবুজ অরণ্যে প্রবেশ করেছেন, তা একটি পূত-পবিত্র কথা। সুতরাং একজন মু'মিন কখনো অশ্লীলভাষী, অহংকারী, কাউকে হেয় প্রতিপন্নকারী ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী হতে পারেন না। বরং সেই কালিমার দাবী হলো, তিনি কালিমা তাইয়্যেবার ভিত্তিত্বে নিজের জীবন ব্যবস্থাকে গড়ে তুলবেন, তার চিন্তড় ধারায় পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, চরিত্রে পবিত্রতা, আচরণে মাধুর্যতা, ব্যবহারে নম্রতা, লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, কথা-বার্তায় চিন্তার ছাপ, চেহেরায় পবিত্রতার ভাব ফুটে উঠবে। কোন কাফের যদি মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাস করে কিংবা বেছেবেছে বিদ্রুপাত্মক নাম দেয়ার ব্যাপারে খ্যাতি লাভ করে তাহলে তা মনুষত্বের বিচারে যদিও সুখ্যাতি নয় তবুও অন্তত তার কুফুরীর বিচারে তা মানায়। কিন্তু কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসুল সা: এবং আখেরাত বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি এরূপ হীন বিশেষণে ভূষিত হয় তার জন্য পানিতে ডুবে মরার শামিল।

তাই কোন মুমিন এমন কথা বলা উচিত নয়, যা একটি মারাত্মক বোমার চেয়েও ক্ষতিকর। একটি বোমা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু একটি খারাপ কথা সমাজ ভাঙ্গনের কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে থাকে। সমাজকে বিভিষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখী করে। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধের স্থান দখল করে নেয় হিংসা-হানাহানি, বিদ্বেষ আর অহংবোধ। আর এর ফলে মানুষ চরম দুঃখ-দূর্দশার সম্মুখীন হয়। অথচ একজন মুমিন কখনো অন্য একজন মু'মিনকে কষ্ট দিতে পারে না। সে কথাটি যদি আবার সঠিক না হয়, কিংবা সেটি লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোকষ্টের কারণ হয়, তাহলে ব্যাপারটি আরো মারাত্মক। কারন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবাণী করা হবে।"(সুরা হুজরাত ঃ ১০) "মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। তবে কারো জুলুম করা হলে তার কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।"(সুরা নিসা ঃ ১৪৮)



জ্যামাইকাবাসীর উদ্যোগে শহীদ জিয়ার শাহাদৎ বার্ষিকী পালিত







নিউইয়র্ক: শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীরোত্তম) ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী স্মরণে বিগত কয়েক বছরের মতো এবছরও কুইন্সের জ্যামাইকায় দোয়া মাহফিল ও তবারক হিসেবে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ২৯মে শুক্রবার বাদ জুমা স্থানীয় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৮ স্ট্রীটের কর্ণারে জ্যামাইকাবাসীর উদ্যোগে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এদিন ২ হাজারোধিক লোকের জন্য খাবার বিতরণ করা হয় বলে আয়োজকরা জানান। তবারক বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আশা হোম কেয়ারের কর্ণধার আকাশ রহমান।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর খতিব ও ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। দেয়া মুনাজাতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং দেশ ও জাতির কল্যান কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কমিউনিটি নেতা ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও মোহাম্মদ কাশেম।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবাদুল লতিফ সম্রাট ও গিয়াস আহমেদ, ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ওয়াজেদ এ খান, বিশিষ্ট রাজনীতিক মনজুর আহমেদ চৌধুরী, জসিম ভূইয়া, ফয়েজ চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আনিসুল কবীর জাসীর, ফারুক হোসেন মজুমদার, অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক বেলাল চৌধুরী, চেয়ারম্যান আল আমীন সুমন, সদস্য সচিব ফারুক হোসেন রনি, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ খলকুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জেএমসি'র সাবেক সেক্রেটারী আফতাব মান্নান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর, ভিপি জসিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জ্যামাইকাবাসী আয়োজিত এ স্মরণ অনুষ্ঠান সফল করতে আরো যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- আয়োজক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক যথাক্রমে আশরাফুজ্জামান আশরাফ, মোহাম্মদ আই খান সুলতান, এসএম ফরমান হোসেন, আমিরুল ইসলাম আমির, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, রিপন মিয়া ও আলম সরকার, কো চেয়ারম্যান আকিব হোসেন ও মনিরুল ইসলাম মনির, যুগ্ম সদস্য সচিব যথাক্রমে সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, মুন্সী জুলফিকার উদ্দিন রুবায়েত, জাকির হোসেন সরদার ও ওয়াহিদ উজ্জল, সমন্বয়কারী যথাক্রমে ইঞ্জিনিয়ার মাইনুদ্দীন মিয়াজী, মিজানুল রহমান রুবেল, খাদেমুল ইসলাম রুবেল ও মোস্তাক আহমেদ।







ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নি শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোনো প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

২০২৬ এর জন্য এইচ এইচ এস পোভার্টি গাইড লাইনঃ

জানুয়ারি ১৩, ২০২৬ থেকে– ২০২৬ এর পোভার্টি গাইড লাইন কার্যকর হয়েছে। একজন ব্যক্তি বা পরিবার কতিপয় সরকারী সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করা হয় পোভার্টি গাইড লাইন দিয়ে।

ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে এই গাইড লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ফ্যামিলি স্পন্সরশীপ এবং এফিডেভিট অব সাপোর্টের ক্ষেত্রে।

ইউএস সিটিজেন অথবা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট যারা তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য স্পন্সর করতে চান তাদের উপার্জন অবশ্যই ফেডারেল নির্ধারিত পোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী হতে হবে।

ইউএসএর সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরতদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং সন্তানদের জন্য আবেদন করতে ১০০ ভাগ হাউজ হোল্ড পোভার্টি গাইড লাইনঃ

পরিবারের সদস্য সংখ্যা – পোভার্টি গাইড লাইন

পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ জন = ২১,৬৪০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন = ২৭,৩২০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন = ৩৩,০০০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন = ৩৮,৬৮০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন = ৪৪,৩৬০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন = ৫০,০৪০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন = ৫৫,৭২০ ডলার

অন্যান্য স্পন্সরদের জন্য ২০২৬ সালের পোভার্টি গাইড লাইনঃ

উল্লেখ্য যে, ইউএস সিটিজেন অথবা আইনসংগত পার্মানেন্ট যারা তাদের কোন পারিবারিক সদস্যকে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে স্পন্সর করতে চান, তাদের উপার্জন অবশ্যই ফেডারেল পোভার্টি গাইড লাইন লেভেলের ১২৫ শতাংশের সমান কিংবা তার বেশি হতে হবে।

অন্যান্য স্পন্সরদের জন্য ২০২৬ সালের পোভার্টি গাইড লাইনঃ

পরিবারের সদস্য সংখ্যা – পোভার্টি গাইড লাইন

পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ জন = ২৭,০৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন = ৩৪,১৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন = ৪১,২৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন = ৪৮,৩৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন = ৫৫,৪৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন = ৬২,৫৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন = ৬৯,৬৫০ ডলার

পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জনের অধিক হলে প্রত্যেকের জন্য অতিরিক্ত ৭১০০.০০.০০ ডলার যোগ করতে হবে।



ভিসা বুলেটিনে দ্বৈত চার্টঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক এবং চাকুরী ভিত্তিক ক্যাটাগরির পৃথক দুটি চার্ট প্রকাশ করে থাকে। একটি চার্ট ফাইনাল এ্যাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই চার্টটিকে চার্ট 'এ' বলা হয়। এই ক্যাটাগরিতে একজন আবেদনকারীর গ্রিনকার্ড অথবা ভিসা প্রকৃতপক্ষে কখন অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আর দ্বিতীয় চার্টটি হচ্ছে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের সাক্ষাৎকার এর জন্য চূড়ান্তভাবে ফাইল করার লক্ষ্যে। এই চার্টটিকে সাধারণত চার্ট 'বি' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটিই আসল তারিখ।

চার্ট 'বি' ভিসা হচ্ছে ভিসা আবেদনের ফাইল ফাইনাল করার ইঙ্গিত দেয়া ইউএস ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটের প্রতিমাসে ফ্যামিলি ভিত্তিক এবং চাকরি-ভিত্তিক অগ্রাধিকারদের উভয় চার্টই প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

প্রতিমাসে এই বিভাগে ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে মাঝে মধ্যে ভিসা বুলেটিনের দ্বৈত চার্ট প্রকাশ করা হয়।

মে ভিসা বুলেটিন ২০২৬

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ভিওএস) জুন ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জুন ২০২৬'র পরিবারভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ ঐ তারিখের পূর্বে।

মে ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেস

প্রথম (এফ-১) ● ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ

সেপ্টেম্বর ০১, ২০১৭।

দ্বিতীয় ● পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ ● (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান ঃ

আগস্ট ০১, ২০২৪।

বি ● (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের (২১ বছর বা উর্ধ বয়সী), অবিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ মে ২২, ২০১৭।

তৃতীয় ● (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২।

চতুর্থ ● (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন ঃ

সেপ্টেম্বর ১৫, ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সর্বশেষে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর আগে প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে আলোচনা করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ
২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা),
নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ
kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

নিজেকে লিখি
দিলারা হাফিজ

কবিতা লিখি না,
নিজেকে লিখি
মায়ের পদ্ম-শাড়ির আঁচলে নিজের নাম লিখি নরম মাটিতে,
কলার পাতায়, বিচ্ছিন্ন কিছু নোটবুকে

শব্দ আমার মায়ের ধর্ম, অভিধানে তার অভয়াশ্রম
বর্ণে বর্ণে গাঁথি মানুষের সৌহার্দ্য ও সম্ভাবনার সাধ

নিজের অপারগতা লিখি যুক্ত বর্ণের জটিল বিন্যাসে
শত্রুর ঘৃণা ও অপমানে উপমা সাজাই প্রণয় পল্লবে!

মা-মাটির ঐ সবুজে শোভিত গাঁয়ের নাম লিখি বাংলা
আশা ও ভাষা নিয়ে হৃদয়ে জেগে থাকে প্রেম ও প্রকৃতি!

হঠাৎ ভাসাই তরী পদ্মার ঘাট ছেড়ে ব্রহ্মপুত্র তীরে
কালিগঙ্গা পার হলে মায়াসাগর ডাকে ফিরে ফিরে!

ছেঁড়াপালে সময় লিখি-দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা
অন্তর্গত সময়ের পৃষ্ঠায় খুন হয়ে যায় ইতিহাসের অক্ষর!

আগুনের কণ্ঠা যদি পুড়ে যায় পাললিক শিলায়
তখন পলাতক দেশদ্রোহী রাজনীতির কথা ভাবে!

আমি ভাবি পেছনে ফেলে যাবো কিছু কথার-পুরাণ
কবিকথা, শিশুতোষ এবং দুজনার দণ্ডণীয় যাবজ্জীবন!

কবিদের কোনো জন্মদিন নেই
শাহীন রেজা

কবিদের কোনো একক জন্মদিন নেই
ফজল ভাই বলতেন, কবিরা প্রতি মুহূর্তে জন্মায়

জলের ভ্রূণ নিয়ে যেদিন ছায়ানারী মেতেছে খেলায়
সেদিনই চিরল আত্মায় বেজে উঠেছে আলোঘন শব্দটংকার
আর সেই থেকে জন্ম শুরু আমার; একজন কবির

কলাপাতার পিঠে প্রথম রোদ ছিটকে পড়ার সাথে সাথে
শাহীন রেজা নামক একজন কবির জন্মডাক ইথারে ভেসেছে
নদীর জঠরে জলকাচের ঘূর্ণি ছড়িয়ে সে এগিয়েছে নায়াগ্রার দিকে

যদি বলো ছায়ার গ্রীবা
যদি বলো জোছনার ঢেউ; চন্দ্রদ্বীপে আলেয়ার মায়াসঙ্গম
পাথরের চিলতে বুকে ডাহুকের তীব্র আয়োজন
তবে তার গিলোটিনে শব্দভূমি আঁকা

কবিতারও চাষ হয়
কবি এক নীরব চাষি
একমনে বুনে যায় মোনালিসা; হৃদয়ের ধান

কবির কোনো জন্মদিন নেই
কামার ফরিদের ভাষায় মৃত্যুদিনও
আমারও কোনো জন্মদিন নেই
একএকটি কবিতার সাথে এই আমার নবজন্ম ঘটে।

ফুটে থাক ফুল
সায়ীদ আবুবকর

ফুটে থাক ফুল, ঝরে কেন যেতে হবে?
মাথা উঁচু করে থাক দাঁড়িয়ে গৌরবে
গাছগুলো; নদীগুলো কলকল সুরে
বয়ে যাক অনিবার দূরে, বহু দূরে;
পাতার আড়ালে বসে সবুজ পাখিরা
ছুঁয়ে যাক আমাদের শিরা-উপশিরা
গানে গানে; আর জমিনের যত ঘাস
পায় যেন প্রতিদিন আলো ও বাতাস।

তুমি কেন যাই যাই করো, হে বল্লভা?
তুমি চলে গেলে এ-পৃথিবী তার শোভা
হারাবে মুহূর্তে; ডুবে যাবে অন্ধকারে
চারদিক; জীবননদীর দুই ধারে
জাগবে বালির চর, খা খা মরুভূমি
এসেই কেন হে, যাই যাই করো তুমি?

ইটের কঙ্কাল
এইচ বি রিতা

বসন্তের হাওয়া এলে ওরা নাকি সীমানা গোছায়,
পাথুরে দেয়াল তুলে মানুষের ব্যবধান বাড়ায়।
ওরা বলে, 'উঁচু পাঁচিলই তো ভালো প্রতিবেশী গড়ে,'

আমি বলি, 'সেই পাঁচিল তো মানবিকতার বুকে চড়ে!'

রাতের আঁধারে কারা গেঁথে যায় অবিচারের ইট,
লুকিয়ে রাখতে চায় শোষকের জীর্ণ পাণ্ডুলিপি?
যে দেয়াল আড়াল করে ক্ষুধার্ত শিশুর ক্রন্দন,
তা তো দেয়াল নয়, প্রথাবদ্ধ এক দাসত্বের বন্ধন।

কেন তবে রাখা এই কৃত্রিম পাথরের অহংকার?
আজই তো সময় সব উপড়ে ফেলার, করার চুরমার।
মহাকালের আঁধারে আমাদের হারিয়ে যাওয়ার আগে,
কিছু ঋণ না হয় শোধ হোক মানুষের তীব্র অনুরাগে।

ভাঙ্গা চশমা
মৌসুমী পুলেন

বহুদূর হেঁটে মনে হলো আটকে আছি প্রাচীন পথে
সরে গেছে নভেরা দৃঢ় চৌকাঠ থেকে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে
দাহ হয় বৃদ্ধার চল্লিশ বছর, তৈমুর দুপুর

মায়াবী শ্রাবণধারায় কে বাজায় আহত সরোদ ইথারে
ঠুন ঠান শব্দ তোলে কোরিয়ান চাইম
একদল পৃথিবীতে বপন করে মৃত্যুর বীজ
অনাহুত পরিব্রাজক অবেলায় খোঁজে হায়ারোগ্লিফিক
এতো শিশুর মৃত্যু মিছিল ওরা চলে যায়
অলীক সিঁড়ি বেয়ে সফেদ মেঘের দেশে।

যদি বলি সন্ধ্যাতারা
লেগে যায় চন্দ্রগ্রহণ
অব্যক্ত উত্তাপে পুড়ে যায়
রুপোয় সাজানো বন
অভিমানে ইন্দুর প্রার্থনা চুঁইয়ে পড়ে জমিনের বুকে
একদিন এই অগোছালো তমসার বন্দনা বন্ধক রেখে যাবো ঈশ্বরের কাছে।

চুমুর বিজ্ঞাপন
দ্বীপ সরকার

ঈশ্বর জানেন
ভুল পাত্রে হৃদয় দিতে নেই
জানো তো,
তোমার হৃদয়ে সে কারণেই হৃদয় নেই

ঈশ্বর জানেন
কার হৃদয়ে, হৃদয় পুঁতলে সোনা ফলে
কার হৃদয়ে বৃষ্টি পুঁতলে, চারা ফলে
তোমার হৃদয়ে সে কারণেই হৃদয় নেই

হৃদয় পেয়েও কেউ কেউ হেলেন অব ট্রয় হয়ে ওঠে
কারো শরীরে রাসপুটিন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে
রাসপুটিনও কম সাধু ছিলেন না

হেলেন অব ট্রয়ের হৃদয়ে,
সোনা ফলাতে চেয়েছিলেন ঈশ্বর
রাসপুটিনের সাদা শুভ্র দাড়ির ভেতরেও
ফুটাতে চেয়েছিলেন ফুলের বাগান

এই ভেবে ভেবে
আমি হৃদয় দিতে পারিনি কাউকে, কোথাও

কার ঠোঁটে চুমু দেবো?
কার ঠোঁটের নকশা এঁকে বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দেবো?

হারিয়ে সবুজ স্বপ্নভঙ্গ মুখ
রুদ্র সাহাদাৎ

হারিয়ে সবুজ স্বপ্নভঙ্গ মুখ
অস্তিত্বহীন জীবন
বৃক্ষ লতাপাতা পশুপাখি সংসারহীন
লাল কাঁকড়াও দৌড়ে না আর ভালোবাসাহীন
শাদা গাঙচিল উড়ে যায় অচিনপুর
যার আছে আরও চাই সবুজে নেই প্রেমপ্রীতি
নদী সমুদ্দুর বালুচরে নেই অন্তমিল
শোনো মহাজন
মহেশখালী বাঁকে সোনাদিয়া কাঁদে

নদীর পাশে
তানভীর আহমেদ হৃদয়

নদীটা আজ শুয়ে আছে রূপালি আঁচল বিছিয়ে,
তার বুকের ঢেউগুলো যেন ঘুমন্ত শিশুর নিশ্বাস।
দূরের কাশফুল দোলে সাদা পায়রার ঝাঁকের মতো,
হাওয়া এসে ছুঁয়ে দিলে তারা গোপন গান গায়।
সূর্য ডুবে যায় ধীরে ধীরে যেন পুরোনো কোনো চিঠি,
ভাঁজ হয়ে মিশে যাচ্ছে স্মৃতির অ্যালবামে।
তুমি নদীর ধারে বসে এক মুঠো নীরবতা কুড়াও,
যেন হারিয়ে যাওয়া দিনের শেষ সোনালি মুদ্রা।

নিউইয়র্কে হয়ে গেলো বাউল আব্দুল করিম স্মরণ সন্ধ্যা





শেষ পৃষ্ঠার পর

এই আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে ফিরে আসে গ্রামবাংলার মাটি-ঘেঁষা সুর, আধ্যাত্মিক ভাবনা আর মানবতার গান।

বাউল শাহ আব্দুল করিম ছিলেন বাংলা লোকসংগীতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যাকে "বাউল সম্রাট" বলা হয়। তিনি সুনামগঞ্জের ভাটি অঞ্চল থেকে উঠে এসে হাজারেরও বেশি গান রচনা ও সুরারোপ করেন যার ভেতরে ছিল প্রেম, প্রকৃতি, দার্শনিক ভাবনা আর সমাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা। তাঁর গান যেমন "বন্দে মায়া লাগাইছে", "আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম" আজও মানুষের হৃদয়ে সমানভাবে জীবন্ত।

নিউইয়র্কে এমন আয়োজন শুধু একজন কিংবদন্তিকে স্মরণ করা নয়, বরং প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলাদেশি সংস্কৃতি, বাউল ঐতিহ্য এবং লোকসাহিত্যের শিকড়কে আরও গভীরভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, দূর প্রবাসেও বাংলা গান ও সংস্কৃতির শেকড় কখনও হারিয়ে যায় না বরং নতুনভাবে বিকশিত হয়।

রোববার (৩১ মে) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার পিএস ৬৭ স্কুল মিলনায়তনে আয়োজিত 'সঙ্গীত সন্ধ্যা ও ধামাইল অনুষ্ঠানে' আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠনের শুরুতে আমন্ত্রিত অতিথিদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন। এরপর সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা সকল অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন। এরপর আবুল কাহের চৌধুরী শামীম সহ আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী ও চৌধুরী সালেহ, লীগ অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি বেদারুল ইসলাম বাবলা, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ফকু চৌধুরী, নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বরী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৬ এর আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে প্রার্থী বাংলাদেশী-আমেরিকান মেরী জোবাইদা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট তোফায়েল চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, সন্ধীপ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ



















নিউইয়র্কে হয়ে গেলো বাউল আব্দুল করিম স্মরণ সন্ধ্যা









শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

এরপর বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী তার বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র সফররত সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীম বলেছেন, আমি একজন সঙ্গীত প্রিয় মানুষ, আমি সঙ্গীত ভালোবাসি। বাউল আব্দুল করিম শুধু সিলেট নয়, তিনি বাংলাদেশের গর্ব। তার গান শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বে বসবাসকারী মানুষ পছন্দ করেন। এই গানের জন্য তিনি যুগ যুগ ধরে মানুষের হৃদয়ে জেগে থাকবেন। শুরু আব্দুল করিমের গান নয়, সিলেটের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। সিলেটের কৃতি সন্তান হাসন রাজা, রাধা রমন দত্ত সহ অনেকেই সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে গান করেছেন। প্রবাসে তার গানের সন্ধ্যার আয়োজন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

অনুষ্ঠানে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ পক্ষ থেকে অতিথি আবুল কাহের চৌধুরী-কে একটি প্ল্যাক এবং নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জেসিকা রামোসের পক্ষ থেকে সংগঠনের উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী তুষার ভূইয়া-কে সম্মাণনা অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানের মাঝে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র সামাজিক কর্মকান্ডের উপর নির্মিত ভিডিও শো প্রদর্শিত হয়।

তামান্না মৌ ও সুতপা চৌধুরীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় বাউল শিল্পী কালা মিয়ার গানের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক পর্ব শুরু হয়। এই পর্বে অন্যান্যের মধ্যে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কামরুজ্জামান বকুল ও মরিয়ম মারিয়া সহ জুয়েল, নাসির উদ্দিন, জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বাউল শিল্পী কালা মিয়া একাধিক গান পরিবেশন করেন। একক নৃত্য পরিবেশন করে নতুন প্রজন্মের শিল্পী নবনিতা দেবনাথ (পায়েল)। এছাড়া দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন মিথন ড্যান্স একাডেমীর শিল্পীরা। শিল্পীদের পরিবেশনা উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দি অপ্টিমিস্ট-এর রানা চৌধুরী, সেন্টার ফর নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশ (এনআরবি)-এর চেয়াপার্সন শেকিল চৌধুরী, সিনিয়র সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ফকু চৌধুরী, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, মিনহাজ আহমেদ সাম্মু, নূরুল হক, মোহাম্মদ শফিক, সৈয়দ ফয়সাল, কাদের খান, আল আমিন (জিলা), টাইম টেলিভিশন-এর পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, গোলাপগঞ্জ সোসাইটির সভাপতি শেখ আতিক, শ্রীমঙ্গল এসোসিশেনের সভাপতি চমন এলাহি, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী আশরাফ উদ্দিন কামাল ও সাব্বির এ লস্কর, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মফিজুর রহমান দুলাল, জিল্লাহ আহমেদ, জয়েল খান, আবুল কাশেম, আজমল খান, সালেহ আহমেদ মানিক, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপদেষ্টা আব্দুর রহমান, সহ সভাপতি সহ সভাপতি কয়েস আহমদ, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য জহিরুল হক, ফয়সাল আহমেদ, নূরুল হক, আবু সোলায়মান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল বাছিতের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল







শেষ পৃষ্ঠার পর

তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ, ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার ৫ জুন বাদ জুমা অ্যাস্টোরিয়ার আল-আমিন মসজিদে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন। দোয়া মাহফিলে মরহুমের আত্মার শান্তি ও জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। আয়োজকরা জানান, মরহুম আব্দুল বাছিত ছিলেন কমিউনিটির একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবক। তিনি অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এ মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। এতে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। দোয়া পরিচালনা করেন আল-আমিন মসজিদের খতিব মাওলানা লুৎফুর রহমান চৌধুরী। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সাবেক সভাপতি এম এ কাইয়ুম, আল-আমিন ইসলামিক সেন্টার ও জামে মসজিদের সভাপতি সাহাব উদ্দিন আহমদ, অ্যাস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাভেদ উদ্দিন, সহ-সভাপতি কয়েস আহমেদ, উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ এমদাদুর রহমান তোফাদার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবু তালেব চৌধুরী (চাঁন্দু), আজমল হোসেন, মিসবাহ আহমেদ, গোলাপগঞ্জ সমিতির সভাপতি শেখ আতিকসহ ব্যাপক কমিউনিটির মুসল্লিরা।



পেন স্টেশনে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে আহত ৬





প্রথম পৃষ্ঠার পর তৃতীয় ম্যাচে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন পেন স্টেশনের ঠিক ওপরেই অবস্থিত হওয়ায় আগেই ওই এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল।

নিউইয়র্ক ফায়ার ডিপার্টমেন্ট (এফডিএনওয়াই) জানায়, সন্ধ্যা প্রায় ৭টার দিকে ওয়েস্ট ৩৩তম স্ট্রিট ও সেভেনথ অ্যাভিনিউ সংলগ্ন পেন স্টেশন থেকে এক ব্যক্তি একাধিক মানুষের ওপর হামলা চালাচ্ছেন এমন খবর পেয়ে জরুরি সেবাকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, হামলায় আহত পাঁচজনই সাধারণ নাগরিক। তাদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত হন, দুজন মাঝারি ধরনের এবং বাকি দুজন সামান্য আহত হন। আহত সবাইকে চিকিৎসার জন্য বেলভিউ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হামলাকারী সন্দেহভাজন বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। ঘটনার কারণ বা হামলাকারীর পরিচয় সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ঘটনার পর অ্যামট্রাক কর্তৃপক্ষ জানায়, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। তবে এই ঘটনার কারণে অ্যামট্রাকের ট্রেন চলাচলে কোনো প্রভাব পড়েনি।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি এক বিবৃতিতে আহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, "এই অগ্রহণযোগ্য সহিংসতায় যারা আহত হয়েছেন, তাদের পরিবার এবং ঘটনায় আতঙ্কিত সবাইকে নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। আমি আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।" তিনি দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে সন্দেহভাজনকে আটক এবং আহতদের জরুরি চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য অ্যামট্রাক পুলিশ ও জরুরি সেবাকর্মীদের ধন্যবাদ জানান।

ঘটনার পর নিউইয়র্ক সিটি ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট জনগণকে পেন স্টেশন এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। তদন্ত কার্যক্রম চলায় এলাকায় অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি, সড়ক বন্ধ, যানজট এবং গণপরিবহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR

Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূর্ণ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- পৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা ৭ দিন খোলা We are open 7 days

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং প্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get 25% Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা যে কোন নতুন ব্যবসা শুরুসহ বিনিয়োগে যাতে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

আমেরিকায় ১ মিলিয়ন বা তদূর্ধ্ব ২ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিদেশের এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আমাদের সাথে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

দেশে কোন জোশপত্রীয় ব্যক্তির/পরিবারের দ্বারা আপনি ও আপনার পরিবার ৎ ভোগকারী সুবিধা নিতে পারেন এবং দুবছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইলাসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্টনারশিপ ইনকর্পো, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রোসাইটেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1888789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাটিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

তোফায়েল আহমেদ স্মরণে ব্রঙ্কসে শোকসভা



শেষ পৃষ্ঠার পর সংসদ আয়োজিত ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রুহেল চৌধুরী । সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি ফরিদা ইয়াসমিন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, রাজনীতিবিদ জাকারিয়া চৌধুরী। সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহমদ, ডেপুটি কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর,বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি শাখাওয়াত আলী, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম জিকু, মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোহান আহমেদ টুটুল, সাবেক ছাত্রনেতা শেখ মখলু,নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা শ্যামল চন্দ্র চন্দ, হাবিবুর রহমান কামাল, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি শামীম আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ, যুবলীগ নেতা ছাদেকুর রহমান, নুরুল ইসলাম মিলন, কবি সুধাংশু রঞ্জন মন্ডল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা জাতীয় নেতা মরহুম তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।তারা বলেন বাংলাদেশ যতদিন থাকবে জাতীয় বীর তোফায়েল আহমেদ জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।





PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোনঃ ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

যুক্তরাষ্ট্রে তায়কোয়ান্দোয় ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করলেন বিদিতা রহমান





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি মুসলিম নারীদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হলো। বিদিতা রহমান– একজন পিএইচডি ফেলো, গবেষক, লেখক, দুই সন্তানের মা এবং নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী 'ইউনাইটেড তায়কোয়ান্দো' এবং 'ওয়ার্ল্ড তায়কোয়ান্দো ফেডারেশন' থেকে তায়কোয়ান্দোয় 'ব্ল্যাক বেল্ট ফার্স্ট ডিগ্রি' অর্জন করেছেন। প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিম প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই বিরল সম্মান অর্জন করলেন।

শুধু মার্শাল আর্টেই নয়, একাডেমিক জগতেও বিদিতা রহমান সমান উজ্জ্বল। তিনি ইতোমধ্যে ১০টি দ্বিভাষিক গ্রন্থ এবং ১৩টি গবেষণাপত্র রচনা করেছেন, যা একাডেমিক মহলে ১০০টিরও বেশি সাইটেশন অর্জন করেছে। পিএইচডি গবেষণার পাশাপাশি সন্তান লালন-পালন এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে করতে এই অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন তাঁকে আমাদের কমিউনিটির এক অনুপ্রেরণার প্রতীকে পরিণত করেছে।

বিদিতা রহমান বিশ্বাস করেন, মার্শাল আর্ট কেবল শারীরিক শক্তির চর্চা নয়– এটি একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন। তাঁর ভাষায়, মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ পেশী গঠনে, শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে এবং হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করতে অতুলনীয় ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি এটি শরীরের নমনীয়তা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমন্বয় এবং ভারসাম্য বৃদ্ধি করে– যা দৈনন্দিন জীবনে আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। তিনি আরও বলেন, শারীরিক পরিশ্রম মানসিক চাপ দূর করে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় একাগ্রতা এক ধরনের সক্রিয় ধ্যানের মতো কাজ করে, যা মনকে প্রশান্ত রাখে ও সামগ্রিক সুস্থতায় অবদান রাখে। নানা প্রতিকূলতা ও বহুমুখী দায়িত্বের মাঝেও প্রশিক্ষণের প্রতি তাঁর অবিচল প্রতিশ্রুতি এবং অসাধারণ সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা প্রবাসী বাংলাদেশি নারী সমাজের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

তাঁর এই যাত্রা প্রমাণ করে যে, সঠিক মনোবল ও সংকল্প থাকলে পরিবার, গবেষণা এবং ব্যক্তিগত উৎকর্ষ– সবকিছুই একসাথে সম্ভব।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি বিদিতা রহমানের এই অর্জনকে অভূতপূর্ব গর্বের সাথে স্বাগত জানিয়েছে এবং তাঁর সাফল্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক আলোকবর্তিকা হিসেবে বিবেচনা করছে।



MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645



Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।

Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-CS), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

Semi-Basement For Rent

We are urgently seeking tenants at a new house in Woodhaven Blvd, near a mosque and public transit, including bus stops and a train station. It is a two bedroom semi basement, with a separate living and kitchen space. The floors are tiled, and there are two windows.
Queens Center Mall is nearby, via bus or car.
Please call at 718-849-3035
from 10:00 AM to 10:30 PM.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

এনওয়াইপিডিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তিন কর্মকর্তা পেলেন পদোন্নতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) সদরদপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিন বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ সদস্য পদোন্নতি লাভ করেছেন।

সম্প্রতি এনওয়াইপিডির সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মকর্তার হাতে পদোন্নতির সনদ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের কমিশনার জেসিকা টিশ।



পদোন্নতি পাওয়া বাংলাদেশি-আমেরিকান কর্মকর্তারা হলেন পুলিশ কর্মকর্তা তান্নি চন্দা, যিনি সার্জেন্ট পদে উন্নীত হয়েছেন। এছাড়া পুলিশ কর্মকর্তা সাফায়েত জামিল এবং পুলিশ কর্মকর্তা আশফাকুর রহমান ডিটেকটিভ পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এই পদোন্নতির মাধ্যমে তিনজনই তাদের দায়িত্বের নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করলেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

এই অর্জনে বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি ক্যাপ্টেন একেএম আলম, সহ-সভাপতি সার্জেন্ট ডিটেকটিভ ক্লোয়াড এরশাদুর সিদ্দিক এবং সাধারণ সম্পাদক ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার এক যৌথ শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, এটি ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি সমগ্র বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য গর্বের বিষয়।

বাপার গণমাধ্যম সমন্বয়কারী সার্জেন্ট জসিম মিয়া বলেন, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি হিসেবেই এই পদোন্নতি এসেছে। এই অর্জন আগামী প্রজন্মের বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও পেশাদার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে পরিচিত। সেখানে বহু বাংলাদেশি-আমেরিকান সদস্য কর্মরত রয়েছেন, যারা নিজ নিজ দায়িত্বে দক্ষতা ও সেবার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে স্বীকৃতি অর্জন করছেন।

নিশাতকে ট্রাক চাপায়

শেষ পৃষ্ঠায় পর

জান্নাহ মসজিদের ইমাম হেলাল আহমদের কন্যা নিশাত জান্নাত।

দুর্ঘটনার পর চালক মাইরা ব্রুজ ঘটনাস্থলেই ছিলেন এবং সামান্য আঘাতের জন্য চিকিৎসা নেন। তবে দীর্ঘ তদন্তের পর নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের হাইওয়ে ডিস্ট্রিক্টের কলিশন ইনভেস্টিগেশন স্কোয়াড তাকে গ্রেপ্তার করে।

তার বিরুদ্ধে পথচারীকে অগ্রাধিকার না দেওয়ার ফলে আঘাত ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটানো এবং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করে গুরুতর ক্ষতির কারণ হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। তাকে ২৩ জুন আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়ে ডেস্ক অ্যাপিয়ারেন্স টিকিট দেওয়া হয়েছে।

পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য অনুযায়ী, নিশাত জামাইকার পার্সন্স বুলেভার্ডের একটি পার্কিং গ্যারেজে রিসেপশনিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। সেদিন তিনি ছোট বোনের জন্মদিনের জন্য একটি কেক কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে মাত্র আধা মাইল দূরে রুজভেল্ট অ্যাভিনিউ ও ৬২তম স্ট্রিটের সংযোগস্থলে তিনি প্রাণ হারান।

নিশাতের মৃত্যুর পর উডসাইডের বাংলাদেশি কমিউনিটি ও কমিউনিটি বোর্ড-২ এর সদস্যরা গত ১৫ মে ওই মোড়ে সমাবেশ করেন। তারা রুজভেল্ট অ্যাভিনিউতে পথচারীদের নিরাপত্তা বাড়ানো, ক্রসওয়াক সংস্কার এবং সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানান।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়







Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

ডাঃ ফরহাদ হালিমের সাথে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির মতবিনিময়





শেষ পৃষ্ঠার পর চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ ফরহাদ হালিম ডোনারের বলেছেন সকল দ্বিধা বিভক্তি ভুলে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। জননেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে মনযোগ দিতে হবে। এতদিন বিএনপি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ব্যস্ত ছিল , এখন সকল দেশ পুনঃগঠনর কাজ শুরু করতে হবে । শুধু দলের কথা চিন্তা করলেই হবে না ভালো এবং মেধাবী লোকদের কাজে লাগাত হবে। অধ্যাপক ফরহাদ গত শনিবার নিউইয়র্কের হ্যালো বাংলাদেশ রেষ্টুরেন্টে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির আয়োজিত নৈশভোজ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এস কথা বলেন তিনি।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আনোয়ার জাহিদ,মস্তোফা কামাল পাশা মওদুদ ,জাফর তালুকদার ,এজিএম জাহাঙ্গীর হাসাইন, আব্দুর রহিম, বিলাল চৌধুরী, এডভোকেট রেজওয়ানা রাজ্জাক সেত,লিয়াকত আলী,মোহাম্মদ আলী রাজা, আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, আব্দুল আহাদ হেলাল, মানিকুজ্জামান মানিক, জিয়াউল আহমদ জামিল, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, আশিকুল হক, মাহবুব আহমদ চৌধুরী, অপু সিং, ব্যারিষ্টার জিল্লুর রাইন চৌধুরী, ইন্দ্রদর আলী মিন্টু, আব্দুল আলম, আব্দুর রাজ্জাক মুন্না প্রমুখ।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে আহবাব চৌধুরী নিউইয়র্ক বিমানের ফ্লাইট চালু, এনআইডি কার্ড প্রাপ্তি সহজ করন এবং কনস্যুলেটে পলিটিক্যাল নিয়োগ দেয়ার দাবী জানান। প্রবাসীরা দেশে গিয়ে যাতে বিনিয়োগ করতে পারে সেই পরিবেশ নিশ্চিত রর দাবী জানান।

এর আগে প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং সংগঠনের ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডাঃ ফরহাদ হালিম সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে আলোচনা করে সকল সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন ।



চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডে জমজমাট পথমেলা



শেষ পৃষ্ঠার পর এলাকা যেন এক মুহূর্তের জন্য বাংলাদেশে পরিণত হয়ে উঠল।

চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে এবং বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক ইনকের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহ্যবাহী ১৬তম ব্রুকলিন স্ট্রিট ফেয়ার পথ মেলা ২০২৬। হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুর পদভারে মুখরিত হয়ে উঠল গোটা এলাকা। যেন দেশ ছেড়ে আসা মানুষগুলো একদিনের জন্য ফিরে পেলেন তাদের হারিয়ে যাওয়া সময়, তাদের চেনা রাস্তা, তাদের শৈশবের বৈশাখী মেলা।

শতাধিক স্টলে চলল বেচাকেনার ধুম। বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি আমেরিকার মূলধারার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ফ্রেন্ড সেন্টারের অংশগ্রহণ মেলাকে দিয়েছে এক কর্পোরেট মাত্রা। কিন্তু সেই ঝকঝকে আয়োজনের আড়ালেও বারবার উঁকি দিয়েছে মাটির গন্ধ মায়ের হাতের রান্না, পরিচিত মুখের হাসি, দেশের কথা।

বিকেলে যখন প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শুভ্রদেব মঞ্চে উঠলেন, তখন যেন থমকে গেল সময়। তাঁর কণ্ঠের চেনা সুর ছুঁয়ে গেল বুকের গভীর কোনো কোণ। চোখ বুজলে মনে হলো এ তো নিউইয়র্ক নয়, এ যেন পদ্মার পাড়, যমুনার তীর, কোনো এক বৈশাখী বিকেল। অনেকে আর স্থির থাকতে পারলেন না মঞ্চের কাছে নেমে এসে গলা মেলালেন শিল্পীর সঙ্গে।

স্বাগত বক্তব্য, সম্মাননা ও ক্রেস্ট বিতরণের পর মঞ্চ আরও জমে উঠছিল । সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে রাফেল ড্রয়ের মধ্য দিয়ে সফলভাবে শেষ হলো পথ মেলা ।

উদ্বোধনী ও সমাপনী পর্বে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য কাজি আজম ও ফিরোজ আহমেদ। মেলা কমিটির আহ্বায়ক মামুন উর রশিদ, সভাপতি রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, চিফ কো-অর্ডিনেটর আবুল এইচ মহিউদ্দিন, কো-অর্ডিনেটর মেহেদী হাসান সাইমন এবং সাধারণ সম্পাদক মঈনুল আলম বাপ্পিসহ কমিউনিটির আরও অনেক বিশিষ্টজন এই মিলনমেলায় অংশ নেন।







The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika
গণতন্ত্রের ৩০ বছর
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ৩৭ : সোমবার, জুন ০৮, ২০২৬
জ্যৈষ্ঠ ২৫, ১৪৩৩, জিলহজ ২১, ১৪৪৭
Vol. 30 : Issue 37 : June 08, 2026 USA
Free in NY, Other State $1

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আয়োজনে

নিউইয়র্কে হয়ে গেলো বাউল আব্দুল করিম স্মরণ সন্ধ্যা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলার লোকসংগীতের অন্যতম বাউল সম্রাট আব্দুল করিম এর আবেগময় স্মরণে নিউইয়র্কের বুকে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক্ এর উদ্যোগে আয়োজন করা হলো "বাউল আব্দুল করিম স্মরণ সন্ধ্যা"। ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নোয়েম আমলের বেশিরভাগ চুক্তি বাতিল করছে ডিএইচএস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সাবেক সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েমের আমলে শুরু হওয়া অধিকাংশ অসম্পন্ন রিভিউয়ের মাধ্যমে চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির বর্তমান সেক্রেটারি মার্কওয়েন মুলিন কংগ্রেসে এক শুনানিতে এ বিষয়টি নিশ্চত করেন।

মার্কওয়েন মুলিন জানান, নোয়েমের সময় প্রস্তাবিত কিন্তু এখনো চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষর না হওয়া অধিকাংশ চুক্তি পর্যালোচনা করে বাতিল ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক সিটিতে খালি পড়ে আছে ৫৭ হাজার ফ্লাট!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে আবাসন সংকটের মধ্যেও সিটিজুড়ে ৫৭ হাজারেরও বেশি রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিট বা ফ্লাট খালি পড়ে আছে। এই তথ্য প্রকাশের পর বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়া অধিকার সংগঠনগুলোর মধ্যে চলমান বিতর্ক আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এক সরকারি হিসাবে এ তথ্য ওঠে এসেছে।



তথ্যমতে, নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের ডিভিশন অব হোমস অ্যান্ড কমিউনিটি রিনিউয়াল (এইচসিআর) সম্প্রতি সিটির রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ডকে পাঠানো এক চিঠিতে জানায়, ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত সিটিতে মোট ৫৭ হাজার ৪২১টি রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড ইউনিট খালি ছিল। এক বছর আগে ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪৯ হাজার ৪২৬। অর্থাৎ মাত্র এক বছরে খালি অ্যাপার্টমেন্টের সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি খালি রয়েছে ব্রুকলিন ও কুইন্সে।

তবে রাজ্য কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, এই সংখ্যা দেখে সরাসরি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না। কারণ খালি ইউনিটের তালিকায় নতুন নির্মিত ভবনের এমন অনেক অ্যাপার্টমেন্টও রয়েছে, যেগুলো এখনো ভাড়াটিয়াদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। এছাড়া পুরোনো ভাড়াটিয়া চলে যাওয়ার পর নতুন ভাড়াটিয়া খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায় থাকা ইউনিটও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গণমাধ্যম গোথামিস্ট তাদের ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিশাতকে ট্রাক চাপায় হত্যা ২ মাস পর চালক আটক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কুইন্সের উডসাইডের ১৯ বছর বয়সী বাংলাদেশি তরুণী নিশাত জান্নাতকে ট্রাক চাপা দিয়ে হত্যার ঘটনায় দুই মাস পর অবশেষে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালককে।

ঘটনাটি গত ২৯ মার্চ রাতের। রয়্যাল ওয়েস্ট সার্ভিসেসের একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন স্যানিটেশন ট্রাক চালাচ্ছিলেন মাইরা ক্রুজ। রুজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ের পূর্বমুখী লেন থেকে ৬২তম স্ট্রিটে উত্তরমুখী দিকে মোড় নেওয়ার সময় পথচারী পারাপারের ক্রসওয়াকে থাকা নিশাত জান্নাতকে ধাক্কা দেন।

৯১১ নম্বরে ফোন পেয়ে ১০৮তম প্রিসিঙ্কটের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পায়, নিশাত ট্রাকের ডান পাশের নিচে



নিহত বাংলাদেশি তরুণী নিশাত

আটকে আছেন। তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘোষণা করেন জরুরি সেবা কর্মীরা। উডসাইডের বাসিন্দা বায়তুল ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে

নিউইয়র্কে আবুল কাহের চৌধুরীকে সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক: সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীমের যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষে প্রবাসী জালালাবাদবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে গত রবিবার (৩১ মে) দুপুর ২টায় ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডে জমজমাট পথমেলা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে শনিবার দিনব্যাপী জমজমাট পথমেলা সম্পন্ন হলো ।

শেষ বিকেলে হঠাৎ ঝড় বৃষ্টিতে কিছুটা ছন্দপতন হলেও পথমেলাকে ঘিরে শিশু বৃদ্ধ সহ সকল বয়সী বাংলাদেশী পুরুষ নারী সহ বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল ব্যাপক।

সবার আনন্দঘন উপস্থিতিতে ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিটিতে হেলিকপ্টার থেকে প্রয়োগ করা হবে মশক নিধন ওষুধ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গ্রীষ্ম মৌসুম শুরু হতেই মশার বিস্তার রোধে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য বিভাগ। মশাবাহিত রোগ, বিশেষ করে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসের ঝুঁকি কমাতে সিটির বিভিন্ন এলাকায় আকাশপথে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে লার্ভিসাইড বা মশক নিধন ওষুধ ছিটানোর



কর্মসূচি শুরু করা হচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিটি হেলথ ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, কুইন্স এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের জলাভূমি ও অনাবাসিক মার্শ এলাকায় এই বছরের প্রথম আকাশপথে লার্ভিসাইডিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এর মূল লক্ষ্য হলো মশার ডিম ও লার্ভা ধ্বংস করা, যাতে পূর্ণবয়স্ক মশার সংখ্যা কমে যায় এবং রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আব্দুল বাছিতের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সাবেক সভাপতি ও কমিউনিটির বিশিষ্ট সমাজসেবক মরহুম আব্দুল বাছিতের ইন্তেকালের পর ১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মামলায় ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে মেটা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ফেসবুক ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অভিযোগে দায়ের হওয়া বহুল আলোচিত ৭২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের ক্লাস-অ্যাকশন মামলার ক্ষতিপূরণের দ্বিতীয় দফার অর্থ বিতরণ শুরু করছে মেটা। আদালতের অনুমোদনের পর প্রথম দফায় বিতরণ করা হলেও অনাদায়ী ও অব্যবহৃত থেকে যাওয়া অর্থ এখন পুনরায় যোগ্য দাবিদারদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

মামলার নিষ্পত্তির অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম দফার অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চেক নগদায়ন না ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

তোফায়েল আহমেদ স্মরণে ব্রঙ্কসে শোকসভা

শেখ শফিকুর রহমান : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ স্মরণে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ জুন শনিবার সন্ধ্যায় সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত স্মৃতি ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ডা: ফরহাদ হালিমের সাথে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির মতবিনিময়

নিউইয়র্ক: বিএনপি চেয়ারপারসন এর উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক দেশের খ্যাতনামা ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক সিটির সড়কের নিচে থাকা গুরুত্বপূর্ণ টানেলে

রাতের আধারে একাধিক ব্যক্তির প্রবেশে বাড়ছে রহস্য

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সম্প্রতি নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিন ও কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়া এলাকায় রাতের আঁধারে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে মাটির নিচে থাকা টানেল ও নর্দমা ব্যবস্থায় একাধিক ব্যক্তির প্রবেশ এবং কিছু সময় পর বেরিয়ে আসার ঘটনা সামনে এসেছে। এসব ঘটনা ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com